রাঁচি, শনিবার
30:12:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

04

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>081 >> 13 Poush 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০৮১ >> << ১৩ই, পৌষ ১৪৩০>>

সিনিয়র গার্ডস উপদেষ্টার জানাজা নামাজের নেতৃত্ব দিয়েছেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা

তেহরান ঃ ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আলি খামেনি বৃহস্পতিবার ইরানের মতে সিরিয়ায় ইসরাইলের বিমান হামলায় নিহত বিপ্লবী গার্ডের (আইআরজিসি) একজন সিনিয়র উপদেষ্টা সাইয়েদ রাজি মুসাভির জানাজার নামাজের নেতৃত্ব দেন।
রেভল্যুশনারি গার্ডস কোর (আইআরজিসি)-এর প্রধান কমান্ডার মেজর জেনারেল হোসেইন সালামি বলেছেন, মুসাভি প্রতিরোধ ফ্রন্টের অন্যতম প্রবীণ ও কার্যকর কমান্ডার ছিলেন। টেলিভিশনে সম্প্রচারিত জানাজা ভাষণে সালামি বলেন, সাইয়েদ রাজির শাহাদাতের জন্য আমাদের প্রতিশোধ জায়নবাদী শাসনকে অপসারণের চেয়ে কম কিছু হবে না। তিনি আরও বলেন, রাজি প্রায় ৩৩ বছর ধরে মুসলিম জাতিকে রক্ষা করেছেন।
আমি আশাবাদী যে, শীঘ্রই ইনশাল্লাহ মহান ও সম্মানিত ফিলিস্তিনি যোদ্ধারা এই মন্দ এবং ভুয়া শাসনের ভৌগলিক ও রাজনৈতিক নাম মুছে ফেলবে।
শোকার্তরা আমেরিকার মৃত্যু চাই, ইসরাইলের মৃত্যু চাই বলে স্লোগান দেয়। তেহরানে দাফনের জন্য নিয়ে যাওয়ার আগে বুধবার মুসাভির মরদেহ সিরিয়া থেকে ইরাকের পবিত্র শিয়া শহর নাজাফে নিয়ে যাওয়া হয়। ইসরাইলের একজন সামরিক মুখপাত্র সোমবার মুসাভির মৃত্যুর বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন মন্তব্য করেননি, তবে তিনি বলেছেন, দেশকে রক্ষা করার জন্য যা যা ব্যবস্থা প্রয়োজন তা গ্রহণ করা হয়েছে। ৭ অক্টোবরে ইসরাইল এবং ফিলিস্তিনি গোষ্ঠী হামাসের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ইরান সমর্থিত দলগুলো ইসরাইলের বিরুদ্ধে হামলা চালিয়েছে। অন্যদিকে ইরাকের মিলিশিয়াসহ অন্যান্যরা যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থকে হুমকির মুখে ফেলেছে। কয়েক বছর ধরে ইসরাইল তাদের মতে সিরিয়ায় ইরানের সাথে সম্পর্কিত লক্ষ্যবস্তুর ওপর আক্রমণ চালিয়েছে। সেখানে ২০১১ সালে শুরু হওয়া গৃহযুদ্ধে প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদকে সমর্থন করার পর থেকে তেহরানের প্রভাব বেড়েছে।

লোকসভা নির্বাচনে সারা ভারতে 'ইন্ডিয়া জোট' ও পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের লড়াই'

কলকাতা ঃ আগামী বছর ২০২৪-এ লোকসভা ভোটের আগে ভারতের বিজেপি বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের শরিক বিরোধী দলগুলির মধ্যে আসন সমঝোতা নিয়ে ইতিমধ্যে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। তার মধ্যেই বৃহস্পতিবার ২৮ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের এক কর্মিসভায় তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ইন্ডিয়া জোট সারা ভারতবর্ষে থাকবে। আর বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস লড়াই করবে। তিনি বলেন, মনে রাখবেন বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেসই বিজেপিকে শিক্ষা দিতে পারে। সারা ভারতবর্ষকে পথ দেখাতে পারে। অন্য কোনও পার্টি নয়। তিনি এই মন্তব্য করেন পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের দেগঙ্গায়, যা সংখ্যালঘু অধ্যুষিত।আগামী লোকসভা ভোটে পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু ভোটের বাটোয়ারা রুখে দেওয়ার জন্যই মূলত ইন্ডিয়া জোটের প্রধান শরিক দল কংগ্রেসের সঙ্গে জোটে আগ্রহী তৃণমূল তৃণমূল কংগ্রেস। দেগঙ্গার কর্মিসভায় মমতা বন্দোপাধ্যায় মন্তব্য করেন, বিজেপির থেকে টাকা নিয়ে যারা ভোট ভাগের চেষ্টা করবে তাদের থেকে সাবধান থাকুন।

ভুলবশত বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল

পোখরাঃ নেপাল সরকার নিযুক্ত একটি তদন্ত কমিটি বৃহস্পতিবার এক রিপোর্টে জানিয়েছে, প্রায় এক বছর আগে নেপালে ইয়েতি এয়ারলাইন্সের যে বিমান দুর্ঘটনায় ৭২ জন নিহত হয়েছিল, তাতে পাইলটরা ভুল করে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ায় বিমানের এরোডায়নামিক ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বেসরকারি সংস্থা ইয়েতি এয়ারলাইন্সের মালিকানাধীন এটিআর৭২ বিমানটি ১৫ জানুয়ারিতে নেপালের পর্যটন নগরী পোখরায় অবতরণের ঠিক আগে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল। ৩০ বছরে নেপালের সবচেয়ে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনাগুলির মধ্যে এটি ছিল একটি। দুই ইঞ্জিনবিশিষ্ট এই বিমানে দুই শিশু, চারজন ক্রু ও ১৫ জন বিদেশী নাগরিকসহ ৭২ জন লোক ছিল। কেউ বাঁচেনি। বিমান প্রকৌশলী ও এই তদন্ত প্যানেলের সদস্য দীপক প্রসাদ বাস্তোলা বলেন, সচেতনতা ও আদর্শ পরিচালন পদ্ধতি অনুসরণের অভাবে পাইলটরা বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণে ফ্ল্যাপ লিভার ব্যবহার করেননি। বাস্তোলা রয়টার্সকে বলেন, এর ফলে ইঞ্জিন ঝিমিয়ে পড়ে এবং থ্রাস্ট তৈরি করতে পারেনি। তবে, এর গতির কারণে জমিতে আছড়ে পড়ার আগে ৪৯ সেকেন্ড পর্যন্ত উড়েছিল বিমানটি। এটিআর ফ্রান্সে অবস্থিত এবং ওই বিমানের ইঞ্জিন তৈরি হয়েছিল কানাডায়। প্র্যাট অ্যান্ড হোয়াইটনি কানাডা নামক একটি সংস্থা প্রস্তুত করেছিল ইঞ্জিন। ১৯৯২ সালে পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স এয়ারবাস এ৩০০ কাঠমাণ্ডু যাওয়ার পথে পার্বত্য এলাকায় ভেঙে পড়েছিল। সেই বিমানে থাকা ১৬৭ জনই নিহত হয়েছিল। সেই দুর্ঘটনার পর থেকে এটাই ছিল নেপালের সবচেয়ে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা।

বাজার দর

SENSEX : 72240.26 -170.12
NIFTY : 21731.40 -47.30

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
24.00 °c	11.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .12 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 06 .29 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী)
59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়)
57,050 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 75,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

জেলেন্সকি সাহায্যের জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে ধন্যবাদ জানালেন

ইউক্রেন ঃ ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি নতুন করে ২৫ কোটি ডলারের সহায়তা-প্যাকেজের জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি বৃহস্পতিবার বলেন, ইউক্রেনের একান্ত জরুরি প্রয়োজন মেটাবে এই সামরিক সহায়তা। বাইডেন প্রশাসন বুধবার বর্তমান প্রেসিডেন্সিয়াল অনুমোদনের আওতাধীন যুক্তরাষ্ট্রের মজুদ থেকে ইউক্রেনকে সবশেষ অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম দেওয়ার ঘোষণা করেছে। আগামীতে কিয়েভের জন্য সহায়তা কংগ্রেসের হাতে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন বলেন, আমাদের সহযোগী ইউক্রেনকে সমর্থন করতে আমাদের সাহায্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ রাশিয়ার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তারা তাদের দেশ ও স্বাধীনতা রক্ষা করছে। ইউক্রেনের সামরিক বাহিনী বৃহস্পতিবার জানিয়েছে, আজভ সাগরের নিকটবর্তী রুশ এলাকা থেকে আটটি ড্রোন দিয়ে রাতে হামলা চালায় রাশিয়ার বাহিনী। ইউক্রেনের বিমানবাহিনী টেলিগ্রামে বলেছে, তাদের বিমান প্রতিরক্ষা বাহিনী ডিনিপ্রোপেট্রোভস্ক, কিরোভোহরাদ ও জাপরিঝিয়া অঞ্চলের আকাশসীমায় এই আটটির মধ্যে সাতটি ড্রোনকেই গুলি করে নামিয়েছে। রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বৃহস্পতিবার বলেছে, ক্রাইমিয়াকে নিশানা করা দুটি ইউক্রেনীয় ড্রোনের হামলাকে প্রতিহত করেছে তাদের বাহিনী। ইউক্রেনের কর্মকর্তারাও বৃহস্পতিবার বলেছেন, কৃষ্ণ সাগরে পানামার পতাকাযুক্ত একটি পণ্যবাহী জাহাজ রাশিয়ার এক নৌ খনিতে আঘাত করেছে। ওই কর্মকর্তারা বলেছেন, জাহাজটি শস্য সংগ্রহ করতে দানিয়ুব নদীর এক বন্দরের দিকে যাচ্ছিলো। এই ঘটনায় জাহাজে আগুন ধরে যায় এবং দুই ব্যক্তি আহত হন। জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র জন কারবি গত সপ্তাহে বলেন, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ডিসেম্বর মাসে আরও একটি সামরিক সহায়তা-প্যাকেজের পরিকল্পনা করছিলেন, তবে তার জন্য কংগ্রেসে ঐকমত্যের প্রয়োজন। সেখানে চুক্তির সম্ভাবনা অনিশ্চিত। ইউক্রেনের প্রয়োজন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের আইনপ্রণেতাদের সঙ্গে কথা বলতে ১২ ডিসেম্বরে ওয়াশিংটনে ছিলেন জেলেন্সকি। বাইডেন ইউক্রেনের জন্য ৬ হাজার একশো কোটি ডলার এবং ইসরাইল ও তাইওয়ানের জন্য বাড়তি সামরিক সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছেন। তবে তা স্থগিত হয়ে গেছে রিপাবলিকানদের চাপে কারণ তাদের দাবি, সীমান্ত নিরাপত্তার দিকে নজর দিতে হবে প্রশাসনকে।

গাজার মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চলে ইসরাইলের তীব্র বিমান হামলা

জেরুজালেম ঃ ইসরাইলের সেনাবাহিনী বলেছে, বৃহস্পতিবার তাদের বাহিনী পশ্চিম তীরে হামাসের সন্দেহভাজন সাহায্যকারিদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছে। তারা জঙ্গি গোষ্ঠী হামাসকে অর্থায়নে সহায়তা করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এদিকে গাজা ভূখণ্ডে হামাসকে নির্মূল করার জন্য গাজার উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চলে ইসরাইলের বিমান হামলা ও স্থল অভিযান অব্যাহত রয়েছে। ইসরাইলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, তারা পশ্চিম তীরের অভিযানে ২১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে এবং কয়েক মিলিয়ন ইসরাইলি মুদ্রা বাজেয়াপ্ত করেছে। ইসরাইলের বাহিনী জেনিনেও বিমান হামলা চালায় এবং স্থল সেনারা ফিলিস্তিনিদের ওপর গুলিবর্ষণ করে। ইসরাইলের বাহিনীর অভিযোগ, ফিলিস্তিনিরা তাদের ওপর গুলি চালাচ্ছিল। পশ্চিম তীরে অভিযানটি ইসরাইলের সিরিজ অভিযানের মধ্যে সর্বসাম্প্রতিক ছিল। ইসরাইলের বক্তব্য, তাদের বাহিনী সন্ত্রাসবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করছে।
জাতিসংঘের মানবাধিকার কার্যালয় বৃহস্পতিবার একটি প্রতিবেদন জারি করে বলেছে, ৭ অক্টোবর ইসরাইলে হামাসের হামলার পর থেকে পশ্চিম তীরে মানবাধিকার পরিস্থিতির 'দ্রুত অবনতি' হয়েছে। জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয় বলেছে, তারা ৭ অক্টোবর থেকে পশ্চিম তীরে ৩০০ ফিলিস্তিনির মৃত্যু লিপিবদ্ধ করেছে। এর মধ্যে ২৯১ জন ফিলিস্তিনি ইসরাইলের বাহিনীর হাতে, আটজন ইসরাইলের সেটেলারদের দ্বারা এবং একজন ইসরাইলি সেনাবাহিনী বা সেটেলারের হাতে নিহত হয়েছে। জাতিসংঘের মানবিক কার্যালয় সতর্ক করেছে, গাজা ভূখণ্ডে তীব্র লড়াই, ঘন ঘন যোগাযোগ সমস্যা, রাস্তা অবরুদ্ধ থাকা এবং জ্বালানির অভাব মানবিক কার্যক্রমের জন্য উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আরও বলেছে, তাদের টিম গাজার উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের হাসপাতালে অংশীদারদের সাথে সরবরাহ বিতরণের জন্য উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ মিশন গ্রহণ করেছে। ৭ অক্টোবর হামাস জঙ্গিরা ইসরাইলের সীমান্ত অতিক্রম করে দক্ষিণাঞ্চলে আক্রমণ করে। ইসরাইল জানায়, এই হামলায় ১২০০ মানুষ নিহত হয়েছে। হামাস প্রায় ২৪০ জনকে জিম্মি করেছে, যাদের মধ্যে ১২৯ জন গাজায় রয়ে গেছে। প্রত্যুত্তরে ইসরাইল হামাসকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার অঙ্গীকার করে এবং গাজায় বিমান, স্থল ও সামুদ্রিক হামলা চালায়। হামাস পরিচালিত গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইসরাইলের আক্রমণের ফলে গাজায় বিশাল ধ্বংস্তূপ তৈরি হয়েছে এবং ২১ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে।
ইসরাইলি সেনাবাহিনী বলছে, তাদের ১৬৭ জন সেনা নিহত হয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে।

ঘটনা

২৩৪ বছরে কোন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট কিংবা প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত হন নি

গাজায় ইসরাইল-হামাস লড়াই থেকে কাঠগড়ায় ডনাল্ড ট্রাম্প

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী)ঃ আমরা একটি ঘটনাবহুল ২০২৩ সাল অতিক্রম করলাম। যুদ্ধ বিগ্রহ, প্রাকৃতিক দূর্যোগের মতো উদ্বেগ উৎকন্ঠার খবরের পাশাপাশি রয়েছে রাজা তৃতীয় চার্লস-এর সিংহাসনে আরোহণের চমকপ্রদ খবরও। আমরা এখানে ফিরে দেখবো ২০২৩ সালের কিছু মূখ্য ঘটনার দিকে।

গাজায় ইসরাইল-হামাস লড়াই

ইসরাইল ও হামাসের মধ্যে সংঘাত হয়ত নতুন কোন সংবাদ নয়। হামাস গাজার শাসনভার গ্রহণের পর থেকে ইসরাইলের সঙ্গে তার সংঘাত লেগেই চলেছে। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে। এবার অবশ্য ইসরাইল হামাসের মধ্যে সংঘাতের মাত্রা ও ব্যাপকতা নজিরবিহীন। অক্টোবর মাসের সাত তারিখ হামাস জঙ্গিরা সীমান্তের বেড়া ভেঙ্গে এবং ইসরাইলি সামরিক বাহিনিকে হতবাক করে ইসরাইলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।
পরিকল্পিত ঐ হামলায় তারা ১,২০০ ইসরাইলিকে হত্যা করে, যাদের বেশির ভাগই অসামরিক লোকজন। তারা ২৪০ জনকে জিম্মি করে নিয়ে যায়। অস্থায়ী অস্ত্র বিরতির সময় কিছু বন্দি বিনিময় হয়েছে তবে বলা হচ্ছে এখনও হামাসের হাতে বন্দি রয়েছেন ১২৯ জন। হামাসের হামলার পর পরই ইসরাইল তড়িৎ গতিতে গাজায় পাল্টা আক্রমণ চালায়। গাজায় ইসরাইলি আক্রমণে কুড়ি হাজারেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন, যাদের বেশির ভাগ নারী ও শিশু। প্রায় ২০ লক্ষ লোক বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। গাজার সরকারি সূত্রগুলো জানিয়েছে এই যুদ্ধে আহত লোকের সংখ্যা ৫০ হাজার ছাড়িয়ে গেছে।
ইসরাইলের এই ঢালাও আক্রমণে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গাজার ফিলিস্তিনরা। ত্রাণ সংস্থাগুলি বলছে ইসরাইলের বিমান এবং পরে স্থল আক্রমণের শিকার হয়েছেন গাজার হাজার হাজার অসামরিক লোকজন। সেখানে তৈরি হয়েছে বড় রকমের মানবিক সংকট। সেখানে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয়া হয়। এরই মধ্যে জাতিসংঘে ইসরাইলের সঙ্গে হামাস শাসিত গাজার যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব উঠেছিল কিন্তু তাতে ভিটো দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।
তবে মানবিক কারণে অস্থায়ী অস্ত্র বিরতির সময়ে বন্দি বিনিময় হয়েছে এবং গাজায় প্রয়োজনীয় ত্রাণসামগ্রী পাঠানো শুরু হয়। অতি সম্প্রতি জাতিসংঘের একজন সমন্বয়কের নেতৃত্বে গাজায় প্রয়োজনীয় ত্রাণ সামগ্রী পাঠানো শুরু হয়েছে।
ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনইয়ামিন নেতেনিয়াহু এবং সামরিক বাহিনীর প্রধান ইতোমধ্যে বলেছেন যে হামাসকে সম্পুর্ণ ভাবে নির্মূল না করা পর্যন্ত এই লড়াই চলতে থাকবে।

ইউক্রেন যুদ্ধে অচলাবস্থা

ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে দ্বন্দ্ব চলে আসছিল অনেক দিন থেকেই। ইউক্রনের মূলত ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে সম্ভাব্য চুক্তি এবং নেটোতে যোগদানের সম্ভাবনা নিয়ে রাশিয়া সাবেক সোভিয়েত অঙ্গরাজ্য ইউক্রেনের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।
ইউক্রেনের সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধ ২০১৪ সাল থেকেই চলছিল কিন্তু ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি রাশিয়া সরাসরি ইউক্রেনে আক্রমণ চালায় এবং ইউক্রেনের বেশ কিছু অংশ দখল করে নেয়। মনে করা হচ্ছে রাশিয়ার এই আক্রমণে ইউক্রেনে হাজার হাজার সামরিক ও অসামরিক লোকের হতাহতের ঘটনা ঘটে। ২০২৩ সালের এপ্রিল মাস নাগাদ প্রায় ৮২ লক্ষ লোক দেশ ত্যাগে বাধ্য হয় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এটি হয় ইউরোপের সব চেয়ে বড় শরণার্থী সংকট। দেশের পূর্বে এবং দক্ষিণে হারানো এলাকা পুনরুদ্ধার করার জন্য ইউক্রেন ২০২৩ সালের জুন মাসে রাশিয়ার বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। পশ্চিমা বিশ্বের দেয়া ভারী অস্ত্রে সজ্জিত ইউক্রেনীয় বাহিনী পাল্টা অভিযানে দ্রুত সাফল্য আশা করছিল।
কিন্তু পাল্টা আক্রমণে ইউক্রেন প্রচুর ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং ইউক্রেনর শীর্ষ নেতাদের উদ্বেগ এখন প্রকাশ্যে এসেছে।
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি সম্প্রতি তাঁর এক ভাষণে অন্তরকলহের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন ঐক্য নষ্ট হলে এর পরিণতি হতে পারে ভয়াবহ। তিনি আরও বলেন, বিজয় যদি না আসে তা হলে দেশটাই থাকবে না। জেলেন্সকির এই আত্মকলহ বন্ধ করার আবেদন আসে কারণ তিনি নিজে ইউক্রেনের সশস্ত্রবাহিনীর প্রধান জেনারেল ভ্যালেরি জালুশনির সঙ্গে এ ব্যাপারে প্রকাশ্যে দ্বিমত প্রকাশ করেন যে রাশিয়ার সঙ্গে ইউক্রেনের যুদ্ধে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ধরণের অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। রাশিয়া ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেন আক্রমণের পর যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যে ইউক্রেনকে অস্ত্র ও সহযোগিতা খাতে ১০০ কোটি ডলার দান করেছে। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইউক্রেনের জন্য আরও ৬০ কোটি ডলার বরাদ্দ করতে কংগ্রেসকে অনুরোধ করেছেন তবে সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে রিপাবলিকান সদস্যদের অসহযোগিতার কারণে এই বরাদ্দ আটকে আছে।
রিপাবলিকানরা যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসনের নিয়ম আরও কড়াকড়ি ভাবে প্রয়োগ করতে এবং বিশেষত মেক্সিকান সীমান্তে অভিবাসন-প্রত্যাশীদের প্রতিহত করার জন্য আরও ব্যবস্থা গ্রহণ করার শর্তে ইউক্রেনের জন্য সহায়তা অনুমোদনের কথা বলছেন।
ইউক্রেন যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থায়ন নিয়ে উদ্বেগর মধ্যে আবার ইউরোপীয় ইউনিয়নের আর্থিক সহায়তাও বন্ধ হচ্ছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের ৫,২০০ কোটি ডলারের একটি প্রস্তাবিত সহায়তা হাঙ্গেরির প্রেসিডেন্ট ভিটো দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছেন। তবে ইক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে তুমূল লড়াই অব্যাহত আছে আর সেজন্যই বলা হচ্ছে যে এমন এক ধরণের অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে যেখানে কোন পক্ষের জয়-পরাজয়ের তেমন কোন স্পষ্ট আভাস পাওয়া যাচ্ছে না।

ডনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে চারটি অভিযোগ

যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম ২৩৪ বছরে কোন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট কিংবা প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত হন নি। এ বছরই এটা বদলে যায়। পাঁচ মাস সময়ের মধ্যেই প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে চারটি ফৌজদারি মামলায় অভিযোগ আনা হয়। তিনি ২০২০ সালের নির্বাচনের ফলাফল পাল্টে দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন বলে ওয়াশিংটন ডিসিতে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধের অভিযোগ রয়েছে। জর্জিয়ার নির্বাচনে হস্তক্ষেপের অভিযোগে তাঁকে ১৩টি গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়। আগস্টের ১৪ তারিখে আটলান্টা ভিত্তিক গ্র্যান্ড জুরি ট্রাম্প এবং আরও ১৪ জনকে ২০২০ সালের নির্বাচনে সাবেক প্রেসিডেন্টের পরাজেয়র ফলাফল উল্টে দেবার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়।
এই অভিযোগের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত হচ্ছে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে চতুর্থ মামলা।একজন পর্ণ শিল্পিকে তাঁর সাথে সম্পর্ক গোপন রাখার জন্য ট্রাম্প যে অর্থ ঘুষ দিয়েছিলেন তার জন্য তার বিরুদ্ধে ৩৪টি গুরুতর অভিযোগ আনা হয়। আর ফ্লোরিডায় গোপন নথিপত্র রাখার জন্য তিনি ৪০টি গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হন।

তুরস্ক ও সিরিয়ায় ভূমিকম্প

বছরের সব চেয়ে বড় প্রাকৃতিক দূর্যোগ হচ্ছে তুরস্কের ভূমিকম্পন। বলা যায় বছেরর প্রায় শুরুতেই, ২০২৩ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় সীমান্তের কাছে, তুরস্কের দক্ষিণাঞ্চলে রিক্টার স্কেলে ৭.৮ মাত্রার ভূমিকম্প হয়।
এই ভূমিকম্পের প্রায় নয় ঘন্টা পর সেখান থেকে প্রায় ৫৯ মাইল দূরে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে ৭.৫ মাত্রার আরেকটি ভূমিকম্প হয়। প্রথম ভূমিকম্পটি ছিল গত ২০ বছরেরও বেশি সময়ের মধ্যে সবচেয়ে বিধ্বংসী। এই ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল জুড়েই হাজার হাজার সিরীয় শরণার্থির বসবাস ছিল। এই ভূমিকম্পে ৫০ হাজারেরও বেশি লোক প্রাণ হারিয়েছে, শত শত লোক গৃহহীন হয়ে পড়ে। তুরস্কের প্রায় তিন লক্ষ ঘরবাড়ি ভেঙ্গে পড়ে। এই সময়ে সিরিয়ায় প্রায় সাড়ে আট হাজার লোক প্রাণ হারায়।

চুরি যাওয়ার ১২ ঘন্টার মধ্য এনজেপি থানার তৎপরতায় স্কুটি ফিরে পেল অভিযোগকারী

শিলিগুড়ি ঃ দুপুরবেলা দোকানের সামনে থেকে হঠাৎই উধাও হয়ে যায় স্কুটি। কূলকিনারা না পেয়ে দারস্থ হয় এনজেপি থানার।অভিযোগের ভিত্তিতে ১২ ঘন্টার মধ্যে অভিযোগকারীর হাতে হারিয়ে যাওয়া স্কুটি তুলে দিলেন এনজেপি থানা সাদা পোশাকের পুলিশ।গত রবিবার দুপুরে অম্বিকা নগর বাসিন্দা সাজু রায় তার দোকানের সামনে চক্ক৭২ঙ০২৭৭ নাম্বারের স্কুটি রেখে ব্যবসায় মগ্ন ছিলেন। হঠাৎ করে তার নজরে আসে যে তার স্কুটিটি খোয়া গেছে।প্রাথমিকভাবে ওই এলাকায় খোজাখুজি শুরু করেও স্কুটিটি না মেলায় দারস্থ হন এনজেপি থানার।লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে এনজেপি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। রাত্রেই ভালোবাসা মোড় সংলগ্ন জোড়পাখরি থেকে উদ্ধার করে নম্বরবিহীন স্কুটিটি।তবে ঘটনাস্থলে কাওকেই পাওয়া যায়নি।পরবর্তীতে পুলিশ খবর দেয় অভিযোগকারী সাজু রায়কে। সাজু এসে তার স্কুটিটি শনাক্ত করে জানান যে স্কুটিটি তার।সোমবার সেই হারিয়ে যাওয়া স্কুটিটি সাজু রায়ের হাতে তুলে দেন এনজেপি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। স্কুটি পেয়ে খুশি সাজু রায়,তিনি পুলিশের ভুমিকার প্রশংসা করেন।

ধুপগুড়ি ব্লকে অনেক ধরনা আমরা দেখিয়েছিলাম। জমি ফেরত পাওয়ার ধরনা। মেয়ে ধরনা

জলপাইগুড়ি ঃ ধুপগুড়ি ব্লকে অনেক ধরনা আমরা দেখিয়েছিলাম। জমি ফেরত পাওয়ার ধরনা। মেয়ে ধরনা। কিন্তু আজ বৈদ্যুতিক সংযোগ পাওয়ার জন্য ধরনা । জানা যায় বারঘরিয়া অঞ্চলের প্রধান পাড়ার বাসিন্দা রামমোহনের গোটা পরিবার বারঘড়িয়ার প্রধান ফনীন্দ্রনাথ রায় প্রধান কে বারংবার জানানোর পরেও কোন রকমভাবে প্রধান গুরুত্ব দেননি বিষয়টি। সে কারণেই আজকে অঞ্চল অফিস কার্যালয় ধরনা দিলেন গোটা পরিবার। শেষ পর্যন্ত ধুপগুড়ি থানার পুলিশ প্রশাসন গিয়ে ধরনা তুলে দেন। কিন্তু বারগোরিয়া অঞ্চলের প্রধান উপস্থিত ছিলেন না অঞ্চলে। প্রধান বলেছেন বিষয়টি নিয়ে বেশ কয়েকবার বসা হয়েছে তবুও সমস্যা মিটেনি।

বারোটা থেকে বিভিন্ন স্কুলগুলিতে শুরু হতে চলেছে টেট পরীক্ষা

কোচবিহার ঃ দুপুর বারোটা থেকে বিভিন্ন স্কুলগুলিতে শুরু হতে চলেছে টেট পরীক্ষা। পরীক্ষার্থীদের যাতায়াতে যাতে কোন সমস্যা না হয় সেই কারণেই অতিরিক্ত বাসের ব্যবস্থা করেছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা। অন্যান্য রবিবার উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার বাস রাস্তায় কম থাকলেও টেট পরীক্ষা থাকার কারণে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার নিয়মিত বাস পরিষেবা রাখা হয়েছে এছাড়াও অতিরিক্ত আরো ৫০টি বাস রাস্তায় নামিয়েছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা। আজ সকাল থেকেই উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থ প্রতিম রায় নিজেই বিভিন্ন বাস ডিপো তে গিয়ে বাস পরিষেবা খতিয়ে দেখেন এবং পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন। পার্থ প্রতিম রায় জানান, যেহেতু আজ বহু ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা কেন্দ্রে যাচ্ছে যাতে কারো কোনো সমস্যা না হয় সেই কারণেই প্রত্যেকটি বাসের চালক এবং বাসের কন্ডাক্টর কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে স্টপিজ ছাড়াও যদি কেউ রাস্তায় হাত তোলে তাহলে তাদের বাসে নিতে হবে। এছাড়াও কোথাও যদি পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে স্টপেজ ছাড়াও কেউ নামতে চায় সেখানেও তাদের নামানো হবে। কোন কারনে কোন পরীক্ষার্থীদের কাছে বাসের ভাড়া না থাকলেও তাদের গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া হবে।

টেট পরীক্ষা

জলপাইগুড়ি ঃ টেট পরীক্ষা দিতে দূর দূরান্ত থেকে পরীক্ষার্থীরা জলপাইগুড়িতে। জলপাইগুড়ি শহর এবং শহর লাগোয়া বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে সাত সকালে পরীক্ষার্থীদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেলো। যারা বায়োমেট্রিক এবং চেকিং করে পরীক্ষা কেন্দ্রের ভেতরে প্রবেশ করাবেন তাদের ব্যস্ততাও লক্ষ্য করা গেল। বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে রয়েছে কড়া পুলিশি ব্যবস্থা

পুলিশ প্রশাসনের পাশাপাশি টেট পরীক্ষা কেন্দ্রের সুরক্ষার কাজে রয়েছে বেসরকারি সংস্থার কর্মিরাও

জলপাইগুড়ি ঃ পুলিশ প্রশাসনের পাশাপাশি টেট পরীক্ষা কেন্দ্রের সুরক্ষার কাজে রয়েছে বেসরকারি সংস্থার কর্মিরাও। টেট পরীক্ষা দেওয়ার জন্য রবিবার সকাল থেকেই দূর দূরান্তের পরীক্ষার্থীরা এসেছেন জলপাইগুড়িতে। জলপাইগুড়ি শহর ও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন পরীক্ষা দিচ্ছেন তারা। পরীক্ষার্থীদের বায়োমেট্রিক চেকিং করিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রের ভেতরে প্রবেশ করানো হয়। বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে এই কাজে যুক্ত থাকতে দেখা যায় প্রাইভেট এজেন্সির কর্মিদের। রবিবার গোটা রাজ্যের সাথে জলপাইগুড়ি জেলাতেও অনুষ্ঠিত হচ্ছে টেট পরীক্ষা। জেলার মোট ২২টি কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সব মিলিয়ে এবার ৬৪১৪ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিচ্ছেন বলে জানান জলপাইগুড়ি জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্যামলচন্দ্র রায়। পরীক্ষাকেন্দ্রগুলিতে একদিকে যেমন রয়েছে কড়া পুলিশি প্রহরা। পাশাপাশি পরীক্ষার্থীদের বায়োমেট্রিক ও ফেস চেকিং করেন বেসরকারি সংস্থার কর্মিরা।

সামান্য কারণে জলপাইগুড়ির বিভিন্ন টেট পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারলেন না অনেক পরীক্ষার্থী

জলপাইগুড়ি ঃ সামান্য কারণে জলপাইগুড়ির বিভিন্ন টেট পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারলেন না অনেক পরীক্ষার্থী। বেলা ১২ টা থেকে শুরু হয় টেট পরীক্ষা। যদিও ১১ টার সময় বন্ধ করে দেওয়া হয় পরীক্ষাকেন্দ্রের গেট। অনেকেই দূর দূরান্ত থেকে বাসে আসায় ২-৪ মিনিট দেরিতে এসেছেন। যদিও তাদের অভিযোগ, ১১টায় গেট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢোকার সুযোগ পাননি তারা। এর ফলে সমস্যায় পড়েন অনেক টেট পরীক্ষার্থী। অনিতা সরকার নামে এক মহিলা পরীক্ষার্থী বলেন, তাঁর গায়ের গহনা খুলতে যেটুকু সময় লেগেছিল তার মধ্যেই গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ডুয়ার্সের বানারহাট থেকে কয়েকটি বাস বদলে জলপাইগুড়িতে পরীক্ষা দিতে এসেছেন অংশুমান ঘোষ চৌধুরি। কিন্তু ১১ টা বেজে যাওয়ার পর মাত্র পাঁচ মিনিট দেরিতে আসায় পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢুকতে দেওয়া হয়নি তাঁকে। ঘটনাস্থলে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশ কর্মিরাও বলেন, আমাদের কিছু করার নেই।

শিলিগুড়িতে শুরু হলো প্রাথমিক টেট পরীক্ষা

শিলিগুড়ি। গোটা রাজ্যের পাশাপাশি শিলিগুড়িতে শুরু হলো প্রাথমিক টেট পরীক্ষা। শিলিগুড়িতে প্রায় পাঁচটি কেন্দ্র পরীক্ষা চলছে। এদিন সকাল থেকেই কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে পরীক্ষার্থীরা প্রবেশ করছে। পরীক্ষা চলাকালী কেন্দ্রের চারপাশে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, এ বছর শিলিগুড়ি ও কালিংপং জেলা মিলিয়ে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২,৬০০ জন।

ফুলবাড়ী টোল প্লাজা থেকে একটি কন্টেইনারসহ ৪০টি মহিষ জব্দ, ৫ গ্রেফতার

শিলিগুড়ি ঃ গবাদি পশু চোরাচালান ঠেকানোর সময়, ফুলবাড়ি টোল প্লাজা থেকে একটি কন্টেইনার সহ ৪০টি মহিষ বাজেয়াপ্ত করল বিএসএফ। এ ঘটনায় ৫ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে বিএসএফ। ফুলবাড়ী টোল প্লাজার কাছে অভিযান চালানো হয়। ফুলবাড়ী টোল প্লাজা থেকে কন্টেইনারে বোঝাই ৪০টি মহিষ উদ্ধার করা হয়েছে। বিএসইপি সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর দিনাজপুরের পাঞ্জিপাড়া থেকে আসাম সীমান্তের দিকে যাচ্ছিল এই কন্টেইনারটি।

গোটা রাজ্যের পাশাপাশি মালদাতেও শুরু হয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চাকুরী সংক্রান্ত টেট পরীক্ষা

মালদা ঃ গোটা রাজ্যের পাশাপাশি মালদাতেও শুরু হয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চাকুরী সংক্রান্ত টেট পরীক্ষা। রবিবার এই পরীক্ষাকে ঘিরে জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের প্রস্তুতি ছিল কঠোর। এরই মধ্যে ইংরেজবাজার শহরের মালদা কলেজে পরীক্ষা কেন্দ্রে ১০ জন পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে দশটি মোবাইল বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। এদিন দুপুর বারোটা থেকে শুরু হয়েছে প্রাথমিকের টেট পরীক্ষা, চলবে দুপুর দুটো পর্যন্ত। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদা জেলায় মোট ৩১হাজার ৩৩৪ জন টেট পরীক্ষার্থী রয়েছেন। জেলার ৭০টি পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা হবে। ৬টি কলেজ, ৬৪টি হাই স্কুলে পরীক্ষা হবে। তবে, হরিশ্চন্দ্রপুর ১, ২, রতুয়া এবং কালিয়াচকের ৩টি ব্লকে কোনও পরীক্ষা কেন্দ্র থাকছে না। গোলমাল এড়াতে সেই ব্লকগুলিতে কোনও পরীক্ষা কেন্দ্র থাকছে না।

বেআইনিভাবে বালি বোঝাই করে পাচারের অভিযোগে আজ সকালে

কাঁকসা ঃ বালি বোঝাই ট্রাক্টর আটক করলো মহকুমা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতর ও কাঁকসা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতরের আধিকারিকরা। এদিন সকালে যৌথ অভিযান চালিয়ে পানাগড় বাইপাশ সংলগ্ন এলাকা থেকে ট্রাক্টর গুলিতে আটকে বৈধ কাগজ দেখতে চাইলে ট্রাক্টরের চালকরা বৈধ কাগজ দেখাতে না পারায় ট্রাক্টর গুলিকে আটক করে কাঁকসা থানার পুলিশের অধীনে সেফ কাস্টডিতে রাখা হয়। যদিও কোনো চালককে আটক করা হয় নি বলে জানা গেছে। ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে ট্রাক্টরের মালিকদের বিরুদ্ধে বেআইনিভাবে বালি পাচারের অভিযোগে মোটা অংকের জরিমানা করার পাশাপাশি বেআইনিভাবে বালি পাচার রুখতে আগামী দিনেও কাঁকসার বিভিন্ন প্রান্তে লাগাতার অভিযান চালানো হবে।

এক কিলোমিটার কাঁটাতার সংলগ্ন এলাকা জুড়ে বাস্তবায়িত হতে চলেছে মৌমাছি চাষ সাথে মেডিসিনাল প্ল্যান্টের উদ্যোগ

নদিয়াঃ সীমান্তে চোরাচালান আটকাতে এবং বেকার যুবতীদের মধু এবং মেডিসিনাল প্লান্ট চাষ করিয়ে স্বাবলম্বী করে তুলতে এবার মৌমাছি চাষের ভাবনা সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর। নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জের কাঁদিপুর ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে প্রথম পর্যায়ে এক কিলোমিটার দূরে কাঁটাতার সংলগ্ন এলাকায় মৌমাছি চাষ সাথে মেডিসিনাল প্ল্যান্টের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ভারত সরকারের আতমা প্রকল্পের মাধ্যমে এই কর্মসূচি ইতিমধ্যেই এক কিলোমিটার কাঁটাতার সংলগ্ন এলাকা জুড়ে বাস্তবায়িত হতে চলেছে। কাঁটাতার সংলগ্ন এলাকায় মৌমাছি চাষে একদিকে যেমন বেকার যুবকযুবতীরা স্বাবলম্বী হবে অন্যদিকে মৌমাছি চাষের কারণে চোরা চালান রোখা সম্ভব হবে বলে বিএসএফের সুত্রে খবর।

শুরু হলো ২৪ তম বর্ধমান পৌর উৎসব

বর্ধমানঃ ইতিহাসের বর্ধমান, উন্নয়নের বাড়ছে মান এই ভাবনাকে সামনে রেখে শনিবার থেকে শুরু হলো ২৪ তম বর্ধমান পৌর উৎসব। বর্ধমানের শাঁখারী পুকুর উৎসব ময়দানে প্রদীপ প্রজ্জ্বালনের মাধ্যমে উৎসবের উদ্বোধন করেন রাজ্য বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার আশিষ চ্যাটার্জি। অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্বাগত ভাষণ দেন বর্ধমান পৌর উৎসব উদযাপন কমিটির সভাপতি তথা বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ শতাব্দী রায়, বিশিষ্ট গায়ক শ্রীকুমার চক্রবর্তী, রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, কাটোয়ার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী, বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক খোকন দাস, বর্ধমান পৌরসভার কাউন্সিলার অরূপ দাস, সদর মহকুমা শাসক তথা বর্ধমান পৌর উৎসব কমিটির যুগ্ম সম্পাদক তীর্থঙ্কর বিশ্বাস, বর্ধমান পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান তথা উৎসব কমিটির যুগ্ম সম্পাদক মৌসুমী দাস, বর্ধমান ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারপার্সন কাকলি তা গুপ্ত, বর্ধমান পৌরসভার কাউন্সিলর তথা আইনজীবী অরূপ দাস সহ অন্যান্য কাউন্সিলর ও বিশিষ্টজন।

শনিবার উৎসবের উদ্বোধনের প্রাক্কালে বর্ণাঢ্য পদযাত্রা বর্ধমান শহর পরিক্রমা করে। এই পদযাত্রায় বর্ধমান শহরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জনপ্রতিনিধি, প্রশাসনিক আধিকারিকসহ অসংখ্য সাধারণ মানুষ অংশ গ্রহণ করেন। এদিন উৎসবের বিশিষ্ট অথিতিরা জানান, বর্ধমানের উৎসবে হাজির হতে পেরে খুব ভালো লাগছে।বর্ধমান পৌর উৎসব চারুকলা, ললিত কলার প্রসার ঘটানোর কাজে অনুঘটকের কাজ করছে। বর্ধমান পৌরসভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গান ও নাচ দেখে ভূয়সী প্রশংসা করেন অথিতিরা। পৌর উৎসব চলবে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত।

অনুষ্ঠিত হলো সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস কর্মসূচি

দিঘাঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে সৈকত নগরী দিঘাতে অনুষ্ঠিত হলো সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস কর্মসূচি। এই কর্মসূচিকে ঘিরে পর্যটক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষদের উন্মাদনা ছিল তুঙ্গে। রাত পোহালেই বড়দিন আর তার আগেই পর্যটক এ ঠাসা পর্যটন শহর দীঘা। এদিন সৈকত নগরীতে পর্যটক ও সাধারন মানুষদের সচেতনতার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাইবার ক্রাইম এওয়ারনেস কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এদিন এই সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার সৌম্যদীপ ভট্টাচার্য, উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি ডিএনটি রথীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, সাইবার ক্রাইম সেল এর আই সি বিপ্লব হালদার, এদিন উপস্থিত ছিলেন সিআই পবিত্র গাঙ্গুলী। অফিসার স্বরূপ ঘোষ, দীঘা ও দীঘা মোহনা কোস্টাল থানার অফিসার ইনচার্জ। এদিন পর্যটক থেকে আরম্ভ করে সাধারণ মানুষদের উদ্দেশ্যে কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়, কুইজ প্রতিযোগিতার দায়িত্বে ছিলেন অলংকাপুর সময় সমিতির ম্যানেজার তথা বিশিষ্ট শিক্ষক নির্মাল্য দে, সেই সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন দীঘা ফিশারম্যান ফিস্ট স্ট্যাটাস এসোসিয়েশনের কর্মকর্তা নবকুমার পয়রা। এছাড়াও অন্যান্য অতিথিবর্গরা।

পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে না দেওয়ায় টেট পরীক্ষার্থীরা তোলপাড় সৃষ্টি করে

উত্তর দিনাজপুর। প্রাথমিক টেট পরীক্ষা কেন্দ্র ঢুকতে না দেওয়ায় অভিযোগে পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকরা।পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। তারপরেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে এবং যেসমস্ত পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিতে আসে ঢুকতে পারেনি তারা পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করে।

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শারীরিক সম্পর্কের অভিযোগ উঠলো এক যুবকের বিরুদ্ধে

শিলিগুড়ি ঃ বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শারীরিক সম্পর্কের অভিযোগ উঠলো এক যুবকের বিরুদ্ধে। জানা যায়, তাদের মধ্যে বিগত দেরবছর ধরে ভালোবাসার সম্পর্ক চলছিল।৬ মাস ধরে শারিরীক সম্পর্ক তৈরি হয় দুজনের মধ্যে।বিয়ে করতে বললে বেকে বসে ছেলে এবং ভয় দেখানো শুরু করে প্রানে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয় ।এরপর বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি মহিলা থানাতে লিখিত অভিযোগ করে ।গতকাল রাত্রে প্রধান নগর এলাকা থেকে উমেশ যাদব কে গেপ্তার করা হয়।। আজ অভিযুক্ত কে শিলিগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে মালদা জেলার অন্তর্গত ৩ টি ব্লকে প্রায় ২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পেভার ব্লকের রাস্তা নির্মাণের শুভ শিলান্যাস

মালদা ঃ দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হতে চলেছে মালদা জেলার অন্তর্গত ৩ টি ব্লকের এলাকাবাসীদের।মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুপ্রেরণায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে কালিয়াচক ১ ব্লকের জালুয়াবাধাল গ্রাম পঞ্চায়েতের গঙ্গনারায়ানপুর থেকে কদমতলা স্লুইস গেট পর্যন্ত প্রায় ২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পেভার ব্লকের রাস্তা নির্মাণের শুভ শিলান্যাস করা হয়েছিল গত কয়েকদিন আগে। আর সেই কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। আজ সেই রাস্তার কাজের পরিদর্শন করলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ মহাশয়, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন জলপথ ও সেচ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকেরা। এদিন এলাকায় গিয়ে কাজের তদারকি করেন। পাশাপাশি এলাকাবাসীদের বক্তব্য কাজ খুব দ্রুত গতিতে হচ্ছে ও খুব ভালো হচ্ছে। দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হওয়ায় খুশি এলাকাবাসী।

সরকারি বাসের ধাক্কায় প্রাণ গেল এক যুবকের

মালদা ঃ সরকারি বাসের ধাক্কায় প্রাণ গেল এক যুবককের। ঘটনায় ব্যাপক টানটান উত্তেজনা মালদার চাঁচলের আশাপুর রাজ্য সড়কের হসপিটাল মোড় এলাকায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, সরকারি বাসটি বেপরোয়া গতিতে আসছিল যার কারণে এই দুর্ঘটনা, যদিও বাসের চালক বাস নিয়ে পালানোর চেষ্টা করলে চাচোল স্ট্যান্ড এলাকায় স্থানীয়রা ধরে ফেলে। উত্তেজিত জনতা সরকারি বাসে ব্যাপক ভাংচুর চালায়। যদিও ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় চাঁচলের এসডিপিও শুভেন্দু মন্ডলের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী।

তৃণমূলের স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যের ছেলেকে সামনে পেতেই জলের দাবিতে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ

মালদা ঃ দীর্ঘ আট বছর ধরে পানীয় জলের সমস্যা, পরিশ্রুত পানীয় জল থেকে বঞ্চিত এলাকাবাসী, মালদার হরিশচন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মিসকিমপুর গ্রামে পানীয় জল নিয়ে হাহাকার জলের পাইপ ফেটে কর্দমাক্ত রাস্তা, তৃণমূলের স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যের ছেলেকে সামনে পেতেই জলের দাবিতে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ, মারমুখি মেজাজে বিক্ষোভকারীরা, জল সমস্যা নিয়ে রাজনৈতিক তরজা কংগ্রেস এবং তৃণমূলের

বারুইপুরের বাইপাসের পাশে থেকে উদ্ধার মহিলা রক্তাক্ত মৃতদেহ

সুদেষ্ণা মন্ডল , বারুইপুর ঃ রবিবার সাতসকালে মহিলা রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার কে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা বারুইপুরের পদ্মপুকুরে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রবিবার সকালে একদল মহিলা প্রাতঃভ্রমণকারী প্রতিদিনের মতনই বারুইপুরের পদ্ম পুকুরের বাইপাস এর কাছে গিয়েছিল । সেই সময় বাড়ির পাশের ধারে একটি মাঝ বয়সী মহিলার রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখতে পায়। এরপর তড়িঘড়ি খবর দেয়া হয় বারুইপুর থানাতে। সেই খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে ছুটে আসে বারুইপুর থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধারে ময়না তদন্তের জন্য বারুইপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের প্রাথমিক অনুমান কোথাও এই মহিলাকে খুন করে এই নির্জন রাস্তার ধারে ফেলে দেওয়া হয়েছে। যদিও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ইতিমধ্যেই মৃতদের নাম পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। দুর্ঘটনা নাকি পরিকল্পিত খুন তার খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এর পাশাপাশি রাস্তা সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার কাজ চালানো হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে সাত সকালে মহিলার রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

রাজ্যজুড়ে মোট ৭৭৩টি পরীক্ষাকেন্দ্রে টেট পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে চলেছেন মোট ৩ লক্ষ ৯ হাজার ৫৪ জন চাকরিপ্রার্থী

কলকাতা ঃ আজ প্রাথমিক টেট। রাজ্যজুড়ে মোট ৭৭৩টি পরীক্ষাকেন্দ্রে এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে চলেছেন মোট ৩ লক্ষ ৯ হাজার ৫৪ জন চাকরিপ্রার্থী। এই নিয়ে পরপর দু'বছর টেট হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ জানিয়েছে, প্রাথমিকের মোট ১১,৭৬৫টি আসন খালি রয়েছে। সেই আসনগুলিতে নিয়োগ হবে। এদিন রবিবার বেলা ১২টা থেকে শুরু হবে প্রাথমিক টেট।চলবে দুপুর আড়াইটে পর্যন্ত।সকাল সাড়ে ৯টা থেকে১১টা পর্যন্ত ঢুকতে পারবেন তাঁরা।চেতলা গার্লস, বাগবাজার মাল্টিপারপাস, শিয়ালদহ টাকি বয়েজ, যাদবপুর বিদ্যাপীঠ, দমদমের কুমার আশুতোষ ইন্সটিটিউশন কলকাতার এই পাঁচটি পরীক্ষাকেন্দ্রে টেটে অংশগ্রহণ করার কথা প্রায় ২২০০ পরীক্ষার্থীর। এছাড়াও রাজ্যের প্রায় সব জেলাতেইটেট হবে।কিন্তু, নিয়মিত টেট হলেও নিয়োগ হচ্ছে না বলে অভিযোগ চাকরিপ্রার্থীদের। ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসেও টেট হয়েছিল। সেবার প্রায় দেড় লক্ষ পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হন বটে, কিন্তু আইনি জটে নিয়োগ সম্ভব হয়নি। তবে আইনি জট কেটে নিয়োগ হবে বলেই আশাবাদী পরীক্ষার্থীরা।

যাদবপুর বিদ্যা পাঠ স্কুলে টেট পরীক্ষা । সকাল থেকেই স্কুল নিরাপত্তা পুলিশের। টেট পরীক্ষা আরম্ভ হবে বারোটা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত। আজ সকাল থেকে ই স্টুডেন্টরা বিভিন্ন জায়গা থেকে চলে এসেছে টেট পরীক্ষা দিতে যাদবপুর বিদ্যা পাঠ স্কুলের সামনে।

গ্রামের মেয়েরাও বোম বাঁধছে

বীরভূম ঃ গ্রামের মেয়েরাও বোম বাঁধছে । ঝামেলার সময় ৩০-৪০ টা করে বোম, গুলি মারছে। গ্রামের কেও কোনো কাজ করেনা একবার করে ঝামেলা করে আর লুটপাট করে নিয়ে গিয়ে খায় । রাতে দরজা কেটে বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করেছিল। এখানে প্রায় বোমাবাজি হয় । ' শুক্রবার রাতের রোমহর্ষক ঘটনার কথা জানালেন গ্রাম বাসীরা ঃ ফের তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে উত্তপ্ত দুবরাজপুর, স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে সিভিক ভলেন্টিয়ার সহ তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর প্রায় ৪০ টি বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়েছে। পাশাপাশি গ্রামে প্রায় ১৫০ টি বোম চার্জ হয়েছে বলেও সূত্রের খবর । দুবরাজপুর থানার অন্তর্গত যশপুর গ্রাম পঞ্চায়েত খোয়াজ মহম্মদপুর গ্রাম। আর সেই গ্রামই এবার উত্তপ্ত হলো তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে । জানা গিয়েছে রাত আটটা নাগাদ তৃণমূল কর্মী আজম সেখ ও সেলিম সেখ গোষ্ঠীর সংঘর্ষ বাধে । সেই সময় প্রায় শতাধিক বোমাবর্ষণ করা হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর । এছাড়াও দুই গোষ্ঠীর প্রায় ৩০টি বাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে । সিভিক ভলেন্টিয়ারের বাড়ি এবং গাড়িতেও ভাঙচুর চালানো হয়েছে । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে দুবরাজপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। গ্রামের এক স্কুলপড়ুয়া জানান, গ্রামের মেয়েরাও বোম বাঁধছে । ঝামেলার সময় ৩০-৪০ টা করে বোম, গুলি মারছে। গ্রামের কেও কোনো কাজ করেনা একবার করে ঝামেলা করে আর লুটপাট করে নিয়ে গিয়ে খায় । রাতে দরজা কেটে বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করেছিল। এখানে প্রায় বোমাবাজি হয় । গ্রামের বাসিন্দা শেখ আলী জানান, গ্রামে তৃণমূলের দুটো গোষ্ঠী। আজমের গোষ্ঠী ও সেলিমের গোষ্ঠী। সেলিমের দলবল রাতে চড়াও হয়। হটাৎ গ্রামের চারিদিকে বোমচার্জ শুরু করে। আমার গেটেও ৫৬ টা বোম চার্জ করে। প্রায় দেড়শো বোম চার্জ হয়েছে ।

গভীর রাতে গরু চুরি করতে এসে গণপিটুনিতে মৃত্যু হল দুজনের

পূর্ব বর্ধমানঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুরের তুরুক ময়না গ্রামে গভীর রাতে গরু চুরি করতে এসে গণপিটুনিতে মৃত্যু হল দুজনের ।এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়।এলাকার গ্রামবাসীরা জানিয়েছে, গত কয়েক মাস ধরে গ্রামে প্রায় গরু চুরির ঘটনা ঘটছিল। সম্প্রতি এলাকায় চারটি কুকুরকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল, তাদের বিষ খাইয়ে মেরে দেওয়া হয়। সেই রাতেই তিনটি বাড়ি থেকে মোট পাঁচটি গরু চুরি হয়। এরপরই সজাগ হয়ে যায় গ্রামবাসীরা। গত রাতে রঞ্জিত ক্ষেত্রপাল নামে এক ব্যক্তির গোয়াল থেকে দুটি মহিষ চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায় তারা এমনটাই অভিযোগ গ্রামবাসীদের। চিৎকার চেঁচামেচিতে গোটা গ্রামের লোক ঘিরে ধরে ওই দুজনকে। তারা দৌড়ে পালাতে গিয়েও অবশেষে ধরা পড়ে ক্ষিপ্ত জনতার হাতে। চলে গণধোলাই। এরপর প্রাণ বাঁচাতে পুকুরে ঝাঁপ দেয় ওই দুজন। প্রায় দেড় ঘঃটা পুকুরে পড়ে থাকার পর আবার তুলে নিয়ে এসে মারধর করা হয় বলে জানা গেছে। এরপর পুলিশ এসে দুজনকে উদ্ধার করে জামালপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেই তাদের মৃত্যু হয়।

পুলিশ জানিয়েছে বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজ দ্বারা খতিয়ে দেখা হবে এবং কিভাবে ঘটনাটা ঘটলো তা জানার জন্য ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

लीड एजेंसी, सड़क सुरक्षा
परिवहन विभाग

"यातायात नियम अपनायें,
सुरक्षित झारखंड बनायें "

सड़क सुरक्षा प्रतियोगिता

WINNER

1st - ₹ 5000
2nd - ₹3000
3rd - ₹2000

संशोधित

विषय: यातायात नियम अपनायें, सुरक्षित झारखंड बनायें
श्रेणी: कक्षा 9-12

इच्छुक भागीदार अपनी प्रविष्टियां
31 जनवरी ,2024 तक हमें
e-mail- jtc-rs@jharkhandmail.gov.in
पर भेजें।

हिन्दी स्लोगन लेखन प्रतियोगिता

पेंटिंग प्रतियोगिता

कविता लेखन प्रतियोगिता

प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए दिशा निर्देश-

- प्रवृष्टि आवेदक की स्वयं की कृति हो।
- प्रवृष्टि के नीचे अपना नाम,कक्षा, स्कूल/कॉलेज का नाम लिख कर जरूर भेजें।
- प्रवृष्टि के साथ अपना UID का फोटो अवश्य साथ भेजें।
- प्रवृष्टि के साथ अपने स्कूल या कॉलेज ID का फोटो जरूर भेजें।
- पेंटिंग की अच्छी गुणवत्ता वाली तस्वीर स्कैन कर भेजें।
- प्रवृष्टि e-mail करते समय अपना फोन नंबर आवश्य लिखकर भेजें।
- प्रवृष्टि के साथ e-mail करते समय अपना Postal address भी लिखकर भेजें।

www.jhtransport.gov.in
हमसे जुड़ें :- @jharroadsafety

সম্পাদকীয়

আমাদের জীবন ও সংস্কৃতি সব কিছুই ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়েছে

আশির দশকে আমি ছিলাম কৈশোরে। আমাদের সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব রাশাদ আলশাবার নামে তখন গাজা শহরে গড়ে উঠছে রাশাদ আল শাবা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। অপূর্ব তার স্থাপত্যরীতি। একে একে ওখানে নাট্যমঞ্চ হলো, বড় হলঘর হলো। আমরা গণগ্রন্থাগার, ছাপাখানা পেলাম। সংস্কৃতিকর্মী বুদ্ধিজীবীদের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হলো আল শাবা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। গাজা উপত্যকার সব জায়গা থেকে ছাত্রছাত্রী, গবেষক, শিল্পীরা এখানে আসতেন। ১৯৯৮ সালে প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনও এখানে এসেছিলেন। এই কেন্দ্র ছিল গাজা শহরের রত্ন। সত্যি বলতে, এই ভবনের নির্মাণশৈলী আমাকে প্রকৌশলী হতে প্রেরণা জুগিয়েছিল। সেখান থেকে আমি অধ্যাপক হয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত এই আল শাবা আমাকে গাজা শহরের মেয়র করেছিল। আমার শহরের রত্নটি ইসরায়েলি বোমা হামলায় ধ্বংস হয়ে গেছে। এখন পড়ে আছে ইট, পাথর আর সুরকি। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাবে, ইসরায়েলি অভিযানে এখন পর্যন্ত ২১ হাজার মানুষ নিহত হয়েছে। এ অঞ্চলের অর্ধেকের বেশি স্থাপনা ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। ইসরায়েলিরা আরও যা চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছে, তা হলো গাজা শহরের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক সব স্থাপনা ও পৌর প্রতিষ্ঠানগুলো। গাজায় অন্তহীন বোমা হামলায় সব গেছে। গাজার পরিচয়বাহী সব প্রতীক, সমুদ্রতীর ও সমুদ্রতীরবর্তী অপরূপ শহর, গ্রন্থাগার, অভিলেখ্যাগার, যা কিছু

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পারত, তার সব। আমার হৃদয় ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। গাজার চিড়িয়াখানাটাও নেই। আমাদের চিড়িয়াখানায় নেকড়ে, হায়েনা, নানা জাতের পাখি আর বিরল প্রজাতির শিয়াল ছিল। ওরা হয় ওদের হত্যা করেছে, নয়তো জন্তুগুলো না খেতে পেয়ে মারা গেছে। শহরের প্রধান গ্রন্থাগার, শিশুদের হ্যাপিনেস সেঃটার, পৌর ভবন ও অভিলেখ্যাগার, সপ্তম শতকের গ্রেট ওমরি মস্কসব গেছে। ইসরায়েলি বাহিনী রাস্তাঘাট, মসজিদ, গির্জা, উদ্যান কোনো কিছুই ছাড়েনি। ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে সব। হামাস প্রশাসন ২০১৯ সালে যখন আমাকে মেয়র হিসেবে দায়িত্ব দিল, আমার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল সমুদ্রসৈকতটার উন্নয়ন করা। আমি চেয়েছিলাম শহরের এই অংশের উন্নয়ন ঘটাতে পারলে কিছু মানুষের কাজের সংস্থান হবে। চার বছর লেগেছিল প্রকল্পটা শেষ করতে। সাগরের ধার ঘেঁষে মানুষের হাঁটার জন্য একটা পথ তৈরি করিয়েছিলাম, বিনোদনের কিছু ব্যবস্থা আর ছোটখাটো ব্যবসাকেন্দ্র হয়েছিল। ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে আচরণ কেন ইসরায়েলি বা বিশ্বের অন্যান্য দেশের মানুষের মতো হতে পারে না? কেন আমরা একটু শান্তিতে বাঁচতে পারব না? কেন আমরা মুক্ত বাণিজ্যের জন্য আমাদের সীমান্ত খুলে দিতে পারব না? ফিলিস্তিনিরা মুক্ত জাতি হিসেবে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর যোগ্য দাবিদার। গাজা ফিনিক্স পাখির প্রতীক। ভস্ম থেকে আবারও তার পুনরুত্থান হবে। গাজায় আবারও শোনা যাবে প্রাণের স্পন্দন। নিভিনের (গাজার একজন নারী) বিয়ে ভেঙে গিয়েছিল। কথা ছিল, এই নভেম্বরে ওখানে একটা ছোট্ট রেস্তোরাঁ করবে। নিভিনের স্বপ্ন ভেঙে গেছে। মোহাম্মদ, ওই যে প্রতিবন্ধী ছেলেটা, ওর একটা ছোট্ট ক্যাফে ছিল। নেই আর। শেষ। পুরো এলাকাটিকে মাটিতে মিশিয়ে দিতে ইসরায়েলের সময় লেগেছে কয়েক সপ্তাহ। ইসরায়েলি ট্যাংক এত গাছ ধ্বংস করল কেন? এত বৈদ্যুতিক খুঁটি, ব্যক্তিগত গাড়ি কিংবা পানির সংযোগ? ওরা কেন জাতিসংঘের স্কুলে হামলা চালাল? গাজা থেকে ওরা আমাদের জীবনযাপনের চিহ্ন যেভাবে মুছে দেওয়ার চেষ্টা করেছে, তা অবর্ণনীয়। আমার এখনো মনে হয়, আমি এক দুঃস্বপ্নের ভেতর আছি। আমি ভাবতেও পারি না, কীভাবে বিবেকবান মানুষ ধ্বংস ও মৃত্যুর এমন ভয়ানক অভিযানে যুক্ত হতে পারে।গাজার আধুনিক পৌরসভা স্থাপিত হয়েছিল ১৮৯৩ সালে। মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম প্রাচীন পৌর এলাকা এটি। এই এলাকাভুক্ত মানুষের সংখ্যা আট লাখ। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ফিলিস্তিনি থাকে এই অঞ্চলে। যুদ্ধের শুরুতে উত্তর গাজা থেকে ১০ লাখ ফিলিস্তিনিকে জোর করে বের করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পৌর এলাকার বেশির ভাগ মানুষ আগের জায়গায়ই থেকে গেছেন।

জানা অজানা

ভোটে দাঁড়াও, মাল কামাও, কোটিপতি হও

সম্প্রতি প্রথমা প্রকাশন আয়োজিত 'অব্যাহত মুক্তিযুদ্ধ' শীর্ষক একক বক্তৃতায় অর্থনীতিবিদ ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেছেন, স্বাধীনতা এসেছে, মুক্তি আসেনি। স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী পেরোলেও অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম এখনো চলছে। মুক্তির সংগ্রামের কথা বলতে গিয়ে তিনি গণতন্ত্র, সুশাসন, সম্পদের সমতা ও ন্যায়বিচারের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। জাতীয় সংসদে কারা প্রতিনিধিত্ব করছেন, সে বিষয়ও উঠে এসেছে তাঁর বক্তৃতায়। রেহমান সোবহান মনে করেন, জাতীয় সংসদের চরিত্র ক্রমাগত বদলে গেছে। সংসদ এখন সুযোগসন্ধানীদের জায়গা হয়ে গেছে। আইনপ্রণেতাশ্রেণির রূপান্তর হচ্ছে। এই রূপান্তরের কিছু চিত্র দেশবাসী জানতে পেরেছে ৭ জানুয়ারির নির্বাচনে প্রার্থীদের হলফনামায়। এই নির্বাচনে এটাই সবচেয়ে ইতিবাচক দিক। নির্বাচন কমিশন সব দলকে এক করতে না পারলেও আমাদের জনপ্রতিনিধিদের একাংশের চেহারা উন্মোচন করেছেন। বিএনপি নির্বাচনে এলে ষোল আনা পূর্ণ হতো। কী করা যাবে কাজী আউয়াল কমিশনকে এই মনোবেদনা নিয়েই নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে।

তবে প্রার্থীরা স্বেচ্ছায় যেই হলফনামা দিয়েছেন, তাতে সম্পদের প্রকৃত মূল্য উঠে আসেনি। আসার কথাও নয়। হলফনামা দেওয়ার আগে তারা অভিজ্ঞ আয়কর আইনজীবীদের বাড়িতে ধরনা দিয়েছেন। জমি ফ্ল্যাট বাড়ি গহনার দাম যত কম দেখানো যায়। প্রার্থীদের হলফনামা দেখে সহকর্মী সারফুদ্দিন আহমেদ প্রথম আলোয় লিখেছিলেন, 'হলফনামায় ফিরে এসেছেন শায়েস্তা খাঁ।' তিনি কারও নাম উল্লেখ করেননি। তারপরও কেউ কেউ 'ঠাকুর ঘরে কে রে আমি কলা খাইনা' বলে শোরগোল তুলেছেন। শায়েস্তা খাঁর আমলে টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত। আর আমাদের একজন প্রার্থী হলফনামায় বলেছেন, তাঁর ২০ বিঘা জমির দাম ২ হাজার টাকা। সম্ভবত শায়েস্তা খাঁ কিংবা তাঁর বংশধরদের কারও সঙ্গে দেখা হয়ে থাকবে। প্রার্থীদের দেওয়া হিসাব বিশ্লেষণ করে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) কোটিপতি ও শত কোটিপতিদের একটা তালিকা করেছে। এতে দেখা যায়, আওয়ামী লীগের ৮৭ শতাংশ প্রার্থী কোটিপতি। স্বতন্ত্র প্রার্থীদের প্রায় ৪৭ শতাংশ কোটিপতি। এবারের নির্বাচনে প্রতাপশালী ও সম্পদশালী স্বতন্ত্র প্রার্থীরা আওয়ামী লীগের।

২০২৪ সাল যেভাবে মধ্যপ্রাচ্যকে বদলে দিতে পারে

ভূরাজনৈতিক পরিবর্তন, ক্রমবর্ধমান সংঘাত ও মর্মান্তিক মানবিক বিপর্যয়ের কারণে এ বছর মধ্যপ্রাচ্যের জন্য একটি অশান্ত ও ঘটনাবহুল বছর ছিল।

২০২৩ সালের ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে আলোচনার সময় মধ্যপ্রাচ্যের জন্য পরবর্তী বছর কী বয়ে আনতে পারে, তা বিবেচনা করাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

সানসোম মিল্টন
প্রাবন্ধিক

গত বছরের পুরোটা সময় জুড়ে মধ্যপ্রাচ্যে কিছু বড় রাজনৈতিক ঘটনা ঘটেছে। সৌদি ইরান চুক্তি হয়েছে। আসাদের নেতৃত্বাধীন সিরিয়ার সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের ঘটনার মতো ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনা মধ্যপ্রাচ্যের দীর্ঘস্থায়ী দ্বন্দ্ব নিরসনের এবং এই অঞ্চলের পারস্পরিক সম্পর্ক পুনর্নির্মাণের সম্ভাবনাকে বাড়াচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

গত এপ্রিলে সুদানে বেজে ওঠা যুদ্ধের ডামাডোল আর অক্টোবর থেকে অদ্যাবধি গাজায় ইসরায়েলের চালানো বর্বর অভিযানের সাক্ষী হয়ে থাকছে ২০২৩ সাল। এ ছাড়া প্রাকৃতিক এবং মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগও আমাদের ঝাঁকুনি দিয়েছে। বিশেষত লিবিয়ার দেরনা বাঁধ ভেঙে যাওয়া এবং তুরস্ক, সিরিয়া ও মরক্কোয় ভূমিকম্পের আঘাতে ৫৩ হাজার মানুষের প্রাণহানি সবাইকে হতবিহ্বল করেছে।

এই প্রধান বিপর্যয়কর ঘটনাগুলোর কোনোটির কথাই আগেভাগে কারও পক্ষে বলা সম্ভব ছিল না। তারপরও এই ঘটনাগুলো এই অঞ্চলের ভবিষ্যতের পথযাত্রাকে নির্দেশ করছে। মনে করা হচ্ছে, ২০২৪ সাল মধ্যপ্রাচ্যের যাত্রাকে উল্লেখযোগ্যভাবে নতুন আদল দিতে পারে। প্রথমত, গাজায় ইসরায়েলের চলমান অভিযানের কারণে ২০২৪ সালের শুরুর দিকেই মধ্যপ্রাচ্য নিজেকে ঢেলে সাজানোর কাজে মন দিতে পারে।

গত সপ্তাহে ইসরায়েলের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা বলেছেন, গাজায় ইসরায়েলের অভিযান আরও কয়েক মাস প্রলম্বিত হতে পারে। তার মানে গাজা আরও চুরমার হতে বাকি আছে। এমনকি যদি গাজা ও ইসরায়েলের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি অস্ত্রবিরতি হয়ও, তাহলেও গাজার নিরাপত্তা ও প্রশাসন ইস্যু অমীমাংসিত থেকে যাবে এবং এটি ওই অঞ্চলের প্রধান ইস্যু হয়ে ঝুলে থাকবে।

বিশেষ করে গাজার অবকাঠামো পুনর্গঠন ইস্যুতে আরব দেশগুলো এবং পশ্চিমা দাতাদেশগুলোর মধ্যে এই নিয়ে মতভিন্নতা তৈরি হতে পারে। পশ্চিমা দাতারা এর আগে গাজার অবকাঠামো পুনর্গঠনে বেশ কয়েক দফা সহায়তা দিয়েছিল। তারা অবশ্যম্ভাবীভাবে আরও একবার গাজায় অর্থ ঢালবে কি না, তা নিয়ে বড় দ্বিধায় পড়বে।

ভূমিকম্পে সিরিয়ার উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে মানবিক বিপর্যয় ঘটার পর জাতিসংঘ যেভাবে যথার্থ প্রতিক্রিয়া দিতে ব্যর্থ হয়েছিল, গাজায় তার ঠিক একই ভূমিকা দেখা গেছে। এ কারণে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে নিজেদের সমস্যা সমাধানে নিজেদের একটি সংস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা দিনকে দিন বাড়ছে। ইসরায়েলের বর্বর হামলা সব ধরনের মানবিক বোধকে পদদলিত করেছে। এটি নিয়ে মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্যপ্রাচ্যের বাইরের তরুণ প্রজন্ম সাংঘাতিক ক্ষুব্ধ হয়েছে। যথার্থ প্রতিক্রিয়া দেখাতে ব্যর্থ হওয়ায় আরব দেশগুলোর প্রতি তারা যে ক্রুদ্ধ, তা নিয়ে চলতি বছরের দোহা ফোরামে আলোচিত হয়েছে। এই তরুণদের ক্ষোভকে হালকাভাবে দেখার সুযোগ নেই। এই ক্ষুব্ধ তরুণেরা গোটা অঞ্চলের সামাজিকরাজনৈতিক চিত্র আমূল বদলে দিতে পারে। ফলে আরব দেশগুলোকে বাধ্য হয়েই তাদের ইসরায়েল নীতিকে ঢেলে সাজানোর কথা ভাবতে হতে পারে। বিশেষ করে মিসর ও জর্ডানের মতো যেসব দেশে কর্তৃত্ববাদী সরকার আছে, সেসব দেশের সরকার জনতুষ্টিবাদের কারণেই ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের বিরোধিতা শুরু করতে পারে। দ্বিতীয়ত, ২০২৩ সালে মধ্যপ্রাচ্য ইস্যুতে জাতিসংঘ চরমভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দেওয়ায় এই প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা ও প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে এখানে সন্দেহ তৈরি হয়েছে।

ভূমিকম্পে সিরিয়ার উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে মানবিক বিপর্যয় ঘটার পর জাতিসংঘ যেভাবে যথার্থ প্রতিক্রিয়া দিতে ব্যর্থ হয়েছিল, গাজায় তার ঠিক একই ভূমিকা দেখা গেছে। এ কারণে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে নিজেদের সমস্যা সমাধানে নিজেদের একটি সংস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা দিনকে দিন বাড়ছে। তৃতীয়ত, গাজা যুদ্ধের সরাসরি প্রভাব ২০২৪ সালে মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার (মেনা) অঞ্চলে পড়তে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ইতিমধ্যেই মেনা অঞ্চলকে অর্থনৈতিক অবনমনের পথে থাকা এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ইয়েমেন, সিরিয়া ও সুদানে চলমান সংঘাত মধ্যপ্রাচ্যের সরবরাহব্যবস্থা বিঘ্নিত হচ্ছে।

নিজেদের আঞ্চলিক সমস্যা নিজেদের সমাধান করতে সৌদি আরব, কাতার ও সংযুক্ত আরব আমিরাত তাদের নিজেদের তেলনির্ভরতা কমাতে হবে। এ বিষয়ে তারা ইতিমধ্যে সক্রিয় হয়েছে। তাদের যৌথ উদ্যোগ অতি দ্রুত মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনীতিতে নতুন মানচিত্র তৈরি করতে সক্ষম হবে।

বৈশ্বিক মহামারি চুক্তি হচ্ছে, দেশে আলোচনা নেই

শিশির মোড়ল

কোভিড১৯ মহামারির কারণে বিশ্ববাসীর নতুন অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা হয়েছে। এসবের ভিত্তিতেই আন্তর্জাতিক চুক্তির খসড়া তৈরি হয়েছে।

ভবিষ্যতে মহামারি মোকাবিলা করার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সদস্যদেশগুলো চুক্তিবদ্ধ হতে যাচ্ছে। প্রায় তিন বছর কাজ করার পর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে বৈশ্বিক মহামারি চুক্তির খসড়া তৈরি করা হয়েছে। ২০২৪ সালে জেনেভার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সদর দপ্তরে অনুষ্ঠেয় বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলনে এই চুক্তি গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, করোনাভাইরাসজনিত রোগ বা কোভিড১৯ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মহামারি মোকাবিলার প্রস্তুতি, প্রতিরোধ, রোগ শনাক্ত করা এবং জরুরি অবস্থায় কাজে নেমে পড়ার ক্ষেত্রে কতটা মারাত্মক দুর্বলতা রয়েছে। কোভিড১৯ মহামারি শেষ হয়েও যেন শেষ হচ্ছে না। ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে এই মহামারি শুরু হয়েছিল। আতঙ্ক, মৃত্যু আর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে চারটি বছর পার করল বিশ্বের মানুষ। চার বছর পর ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে এসে দেখা যাচ্ছে করোনাভাইরাসটির নতুন একটি উপধরন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। মহামারির শুরুতে যে আতঙ্ক ছিল, এখন আর তা নেই। তবে দুশ্চিন্তা পুরোপুরি শেষ হতে দেখা যাচ্ছে না। ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর কোভিড১৯-এর মতো এত বড় স্বাস্থ্য দুর্যোগ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে মোকাবিলা করতে হয়নি। এ ধরনের দুর্যোগ মোকাবিলা করতে হলে বিশ্বের দেশগুলোকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। আর এই কাজের নির্দেশনা ও সমন্বয়ের উপযুক্ত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

করোনা মহামারি শুরু হওয়ার এক বছর পর ২০২১ সালের ১ ডিসেম্বর বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলনের বিশেষ অধিবেশনে মহামারি প্রতিরোধ, প্রস্তুতি ও প্রতিক্রিয়ার বৈশ্বিক চুক্তি তৈরির সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়। চুক্তির খসড়া তৈরির জন্য আন্তর্জাতিক সমঝোতা সংস্থা (ইন্টারন্যাশনাল নেগোসিয়েশন সংস্থা আইএনবি) প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২০২২ সালের ১ মার্চ আন্তর্জাতিক সমঝোতা সংস্থার প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এ বছর ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে।

২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে চীনের উহান শহরে নিউমোনিয়ায় মানুষ আক্রান্ত হতে থাকে। বিজ্ঞানীরা জানতে পারেন, নিউমোনিয়ার পেছনে আছে নতুন করোনাভাইরাস। এই ভাইরাস অন্য প্রাণী থেকে আসা। তবে কীভাবে এসেছে, তা নিয়ে বিতর্ক আছে। পরে এই ভাইরাসজনিত রোগের নাম দেওয়া হয় কোভিড১৯। দেশে দেশে প্রতিরোধের প্রস্তুতি শেষ হওয়ার আগেই কোভিড১৯ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। সেই থেকে বিশ্ববাসী মহামারির অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।

এটা এখন স্বীকৃত যে রোগের আন্তর্জাতিক বিস্তার অর্থই হচ্ছে বৈশ্বিক হুমকি। রোগের বিস্তার জীবন, জীবিকা, সমাজ ও অর্থনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলে। দেশে দেশে রোগ প্রতিরোধ ও সেবা প্রস্তুতিতে কী পরিমাণ ঘাটতি আছে, তা দেখিয়েছে কোভিড১৯। দেখা গেছে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সময়মতো এবং ন্যায্যভাবে সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে নানা দুর্বলতা আছে। মহামারিসম্পর্কিত নানা পণ্য, বিশেষ করে টিকা, অক্সিজেনসামগ্রী, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী, রোগ নির্ণয় সামগ্রী ও ওষুধপথ্যের প্রাপ্যতা নিয়ে ন্যায্যতার ঘাটতি ছিল।

মহামারি থেকে এই শিক্ষা হয়েছে যে টেকসইভাবে মহামারি প্রতিরোধ, প্রস্তুতি ও প্রতিক্রিয়ার জন্য গোটা সরকারব্যবস্থা ও সমগ্র সমাজব্যবস্থার যুক্ততা দরকার। এই শিক্ষাও হয়েছে যে টেকসইভাবে মহামারি প্রতিরোধ, প্রস্তুতি ও প্রতিক্রিয়ার জন্য আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক, আন্তআঞ্চলিক সহযোগিতা, সমন্বয় ও বৈশ্বিক সহমর্মিতার গুরুত্ব অনেক। এসবের জন্য রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি, সম্পদের জোগান ও বহু পক্ষের সম্পৃক্ততা দরকার।

মহামারি অনেক কিছু পাল্টে দিয়েছে। ধারণায় পরিবর্তন এসেছে, পরিবর্তন এসেছে চিন্তার জগতে। তাই বৈশ্বিক চুক্তিতে কিছু কিছু বিষয়কে নতুনভাবে বা পরিবর্তিতভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। যেমন মহামারির সময় তথ্যের প্লাবন বয়ে যাওয়ার পরিস্থিতি হয়েছিল। যাকে 'ইনফোডেমিক' বলা হচ্ছে। এই শব্দটির ব্যবহার এখন জরুরি হয়ে পড়েছে। তাই এর একটি সংজ্ঞাও দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। ইনফোডেমিক অর্থ হচ্ছে কোনো রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় প্রচুর মিথ্যা তথ্য বা বিভ্রান্তিকর তথ্যের সমাহার। এই ধরনের তথ্যের কারণে মানুষ দ্বন্দ্বে পড়তে পারে এবং স্বাস্থ্যহানিকর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ঝুঁকি নিতে পারে।

প্যানডেমিক রিলেটেড প্রোডাক্ট বা মহামারিসম্পর্কিত পণ্যসামগ্রী বলতে কী বোঝায়, তা মহামারির আগে বা মহামারির শুরুর দিকে স্পষ্ট ছিল না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তা বুঝতে পারছে। যেমন মহামারি প্রতিরোধ, মোকাবিলার প্রস্তুতি ও প্রতিক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী। এর মধ্যে আছে রোগনির্ণয় সামগ্রী, পথ্য, ওষুধ, টিকা, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী, সিরিঞ্জ, অক্সিজেন।

এ রকম আরও কিছু শব্দের ব্যাখ্যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আন্তর্জাতিক চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করেছে, যেন বিষয়গুলো নিয়ে সদস্যরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা না থাকে। দেড় দশকের বেশি সময় ধরে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। এ আলোচনা বাংলাদেশেও আছে। তারপরও বিষয়টি কী, তা পরিষ্কার করার চেষ্টা করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। এর অর্থ হচ্ছে : সব মানুষ প্রয়োজনের সময় পূর্ণ পরিসরে মানসম্পন্ন সেবা পাবে। এই সেবা পেতে কোনো আর্থিক কষ্টে তাকে পড়তে হবে না। স্বাস্থ্যের উন্নতিমূলক সেবা থেকে শুরু করে প্রয়োজনের সময় মানুষ প্রতিরোধমূলক সেবা, চিকিৎসা, পুনর্বাসন সেবা এবং উপসমমূলক সেবা পাবে।

স্বাস্থ্য ও মহামারির সঙ্গে সম্পৃক্ত এমন ১৩টি শব্দ বা শব্দগুচ্ছকে বিশ্ববাসীর কাছে নতুন করে উপস্থাপন করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। মূল উদ্দেশ্য এসব শব্দের অর্থের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যে যেন কোনো অস্পষ্টতা না থাকে। মহামারি প্রতিরোধ, মোকাবিলার প্রস্তুতি ও কাজের ক্ষেত্রে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যেসব পদ্ধতিগত ঘাটতি ও সমস্যা আছে, তা সমন্বিতভাবে ও কার্যকরভাবে দূর করার উদ্দেশ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মহামারি চুক্তি করতে যাচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, এই আন্তর্জাতিক চুক্তির মূলে থাকবে ন্যায্যতা ও স্বাস্থ্য অধিকার।

আর থাকবে কিছু নীতি। এ রকম ১২টি নীতির কথা খসড়ায় বলা হয়েছে। আন্তর্জাতিক চুক্তি বাস্তবায়ন করতে এই নীতিগুলো সদস্যরাষ্ট্রগুলোর জন্য নির্দেশিকার ভূমিকা পালন করবে বলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মনে করছে। এসব নীতির মধ্যে মানবাধিকার, মানুষের মর্যাদা, ব্যক্তির মৌলিক স্বাধীনতাগুলোকে সম্মান জানানোর কথা শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, জাতিসংঘ সনদ ও আন্তর্জাতিক আইনের বিধিবিধান মেনে সদস্যরাষ্ট্রগুলো স্বাধীনভাবে স্বাস্থ্যসম্পর্কিত আইনকানুন তৈরি করবে। খসড়া দলিলে বলা হয়েছে, মহামারি প্রতিরোধ, প্রস্তুতি ও কাজের কেন্দ্রে থাকবে ন্যায্যতা। ন্যায্যতা শুধু রাষ্ট্রের সীমার ভেতরকার বিষয় না, এই ন্যায্যতা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রাষ্ট্রগুলোর মধ্যেও থাকতে হবে। ভঙ্গুর অবস্থায়, প্রান্তিক অবস্থায় বা জরুরি পরিস্থিতিতে থাকা মানুষের জন্যও এই ন্যায্যতা নিশ্চিত করতে হবে। ন্যায্যতার অর্থ মানুষ অব্যাহতভাবে, যথাযথ, পক্ষপাতহীন ও সময়মতো মহামারিসম্পর্কিত পণ্য ও প্রযুক্তি, তথ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা দিতে হবে। এই সেবা হবে নিরাপদ, কার্যকর ও মানসম্পন্ন। এসব থাকবে মানুষের সামর্থ্যের মধ্যে। নীতির আলোচনায় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ক্ষেত্রে।

সাময়িকী

আমি না বললেও, মাদক আমাকে ছাড়ছে না...

এস এম জসিম
প্রাবন্ধিক

আমি না বললেও, মাদক আমাকে ছাড়ছে না এমন কথা শোনা গেছে অনেক মাদকাসক্ত ব্যক্তির মুখ থেকে। এটা খুবই ভাবনার বিষয়। কেননা মাদকাসক্তি, যাকে বলা হয় সব ধরনের অপরাধের মূল। নেশায় জড়িয়ে পড়া বা মাদকাসক্তি আসলে একটি ব্যাধি। সাধারণত চিকিৎসাবিদ্যায় মাদকাসক্তিকে বলা হয় ক্রনিক রিলাক্সিং ব্রেইন ডিজিজ। একজন মানুষ প্রথমেই কিন্তু মাদক সেবন করে না। প্রাথমিক মুহূর্তে সে অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ ডেকে আনে সিগারেটের মাধ্যমে। অর্থাৎ প্রথমে যেটি করে তা হলো সিগারেটের নেশা। ব্যক্তি একপর্যায়ে ধূমপানে এক ধরনের ভালো লাগার অনুভূতি পেতে থাকে এবং ধীরে ধীরে মাদকের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ফলে ধাপে ধাপে শুরু হয় নেশার গেম খেলা এবং লেবেল পরিবর্তনে তৎপরতা বৃদ্ধি। পরে মস্তিষ্কের রিওয়ার্ড সার্কিটটি মাদকে অভ্যস্ত হয়ে গেলে তার সহনশীলতা বেড়ে যায়। তখন মাদক না নিলে বা কম নিলে 'উইথড্রয়াল সিনড্রোম' শুরু হয়। অবাক করার বিষয় হচ্ছে একবার কেউ মাদকে আসক্ত হয়ে গেলে, তাঁর মস্তিষ্ক মাদকের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। অর্থাৎ মাদক হয়ে যায় মস্তিষ্কের কন্ট্রোলার বা নিয়ন্ত্রক। এই বিষয় নিয়ে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ডা. আহমেদ হেলাল পরিষ্কার ধারণা দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'মাদক নিতে নিতে মস্তিষ্কে একটি শর্তাধীন অবস্থা (কন্ডিশনিং) তৈরি হয়। তখন মাদকবিষয়ক কোনো সূত্র পেলেই মাদক গ্রহণ করার জন্য তাড়না জন্ম নেয় যেটা মস্তিষ্ক হ্যাংয়ের মতো কাজ করে। যেমন মাদক গ্রহণ করার স্থান, সময় বা সঙ্গীদের দেখলেই মস্তিষ্ক আবার মাদক গ্রহণ করার জন্য সংকেত দিতে থাকে। মস্তিষ্কের পরিবর্তন, রিওয়ার্ড সেন্টারের উদ্দীপনা, নিউরোট্রান্সমিটারের (ডোপামিন ইত্যাদি) নিঃসরণ, শর্তাধীন অবস্থা এবং উইথড্রয়াল সিনড্রোম সবকিছুই কিন্তু মাদকনির্ভরতার জন্য দায়ী।' যুক্তরাষ্ট্রে আমেরিকান অ্যাডিকশন সেন্টারের এক গবেষণায় দেখা গেছে চিকিৎসার পর ৮৫ শতাংশ ক্ষেত্রে মাদকাসক্ত ব্যক্তি এক বছরের মধ্যে আবারও মাদকদ্রব্য ব্যবহার শুরু করে। মাদকদ্রব্য সেবনে একজন ব্যক্তি নিজে যেমন তিলে তিলে ধ্বংস হচ্ছেন, একই সঙ্গে তাঁরা অসহায় পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিচ্ছেন পরিবারের সদস্যদের জীবন। মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে সাধারণত ১৫ থেকে ৩৫ বছরের বয়সের মানুষ যার হার ৭০ ভাগ। এদের মধ্যে তরুণতরুণীর সংখ্যা সিংহভাগ। বিভিন্ন কারণে মানুষ নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। যেমন, বিবাহ বিচ্ছেদ, যৌতুক, নারীর প্রতি সহিংসতা, নৈতিক অবক্ষয়, মানসিক চাপ, অনিয়ন্ত্রিত আবেগ, পরিবেশগত সমস্যা, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, মানসিক বা শারীরিক অসুস্থতা ইত্যাদি। মাদকাসক্তিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মানসিক রোগের সঙ্গে তুলনা করেছেন। অর্থাৎ মাদক সেবনে মানসিক চাপ কমার বিপরীতে বেড়ে যাবে। মাদক কোনো সুফল বয়ে আনবে না, বরং জীবনকে চিরতরে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেবে। বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন সংস্থা, সরকার এবং সম্প্রদায়গুলো মাদকের অপব্যবহারের ক্ষতিকারক প্রভাব এবং প্রতিরোধ ও চিকিৎসার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে ইভেন্ট, প্রচারাভিযান এবং কার্যকলাপের আয়োজন করেই যাচ্ছে। পাশাপাশি পরিবারকেও আগে থেকেই সচেতন থাকতে হবে। কেননা মাদক নিরাময় খুবই কঠিন। মাদকদ্রব্য সেবনে একজন ব্যক্তি নিজে যেমন তিলে তিলে ধ্বংস হচ্ছেন, একই সঙ্গে তাঁরা অসহায় পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিচ্ছেন পরিবারের সদস্যদের জীবন। আত্মঘাতীমূলক এই সেবন পরিহার করে জীবনকে ভালোবাসতে শিখতে হবে। তাই সবাইকে মাদককে না বলার শিক্ষা অর্জন করতে হবে। সুস্থতার বাণী নিয়ে দাঁড়াই মাদকাসক্তদের পাশে, বোঝাই মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব। তাহলেই আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সচেতনতায় রক্ষা পেতে পারে একটি অনাগত বা আগত শিশুর ভবিষ্যৎ। সেই সঙ্গে ফিরে পেতে পারে পারিবারিক প্রশান্তি।

পাঠকের চিঠি

অন্ধ ভক্ত হওয়া উচিত নয়

আজকাল আমাদের হিন্দু সমাজে দিন প্রতিদিন অনেক বাবা,ধর্ম গুরু,তান্ত্রিক প্রভৃতির আমদানি হচ্ছে ও তাঁরা ধর্মের নামে ভণ্ডামি, নোংরামি,ও অর্থ উপার্জন করছেন।ধর্মপ্রাণ সরল মানুষদের ভয় দেখিয়ে ও প্রলোভন দিয়ে তাদের চেলাচেলি করছেনও দল ভারী করছেন।শুধু তাই নয় নিজের পথ,বিচার ও ভাবধারাকে সবার থেকে ভালো ও শ্রেষ্ঠ বলে প্রচার করছেন।অন্য পন্থীদের ঘৃণা করছেন ও তাদের কে ছোটো করছেন।প্রথমে গুরু হয়ে শুরু করে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধপুরুষ,অবতার ও ভগবান হয়ে যাচ্ছেনও ভক্তদের মূর্খ বানিয়ে পূজা নিতে আরম্ভ করছেন।সেই সব বাবা ও গুরুদের এমন ও বলতে শোনা যায় যে তাঁরা নাকি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, দুর্গা কালী,কৃষ্ণ,রাম ও কেউ সৃষ্টি করেছেন।তাঁদের কথা শুনে হেঁসে মরে যাই। তারপর ধীরে ধীরে শোনা যায় তাঁদের দু তিনটা করে বউ,১০ টা করে ছেলে মেয়ে আছে।তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মেয়েদের নিয়ে কারবার করেন,দুনম্বরী ধান্দা করেন,পাপাচার, অনাচার করেন ইত্যাদি ইত্যাদি।এই রকম অনেক বাবা ও গুরু আজ জেলের ভাত খাচ্ছেন।ভক্তরা তাই সাবধান।ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেব বলেছেন, ভক্ত হবি তো বোকা হবি কেন ?গুরুকে বা সাধুকে দিনে দেখবি,রাতে দেখবি,বাজিয়ে নিবি তবে তাঁকে বিশ্বাস করবি।অন্ধ ভাবে কিছু মানিস না ।যিনি ভব বন্ধন মোচন করতে পারেন তিনিই যথার্থ গুরু।তাই ঠাকুরের কথা আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যাতে আমরা বিভ্রান্ত না হই ও ভুল পথে না যাই।তাই ভক্তি ভালো তবে অন্ধ ভক্তি ভালো নয়,ভক্ত হওয়া ভালো তবে অন্ধ ভক্ত হওয়া ভালো নয়।ঠাকুরের কথা, ভক্ত হবি তো বোকা হবি কেন?এ কথা আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে।

সুনীল কুমার দে , পোটকা

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরোঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন : ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফেক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

তিনদিনের রাজ্য সফরে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত, মাজুলির সন্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণ

নিজের ধর্ম সংস্কৃতির প্রতি অজ্ঞতা বাড়লে ধর্মান্তর হয়, সম মর্যাদা দিলে ধর্মান্তরিত ৭০ শতাংশ হিন্দু ধর্মে ফিরে আসবে

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ বর্তমান বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজ্যের ছিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকা হিন্দু ধর্মকে এক ছত্রাকের নিচে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। মূলত বিভিন্ন কারণে হিন্দু ধর্ম থেকে ধর্মান্তর হওয়া ব্যক্তিদের ফের হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে নানা নানাভাবে চিন্তা চর্চা শুরু হয়েছে। এক্ষেত্রে বিস্তারিত আলোচনার জন্য রাজ্যের মাজুলীতে অনুষ্ঠিত হিন্দু ধর্ম সন্ত সমারোহে অংশগ্রহণ করার জন্য তিন দিনের অসম সফরে এসেছেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। তিনি বলেন নিজের ধর্ম সংস্কৃতির প্রতি অজ্ঞতা বাড়লে মূলত ধর্মান্তরের ঘটনা সংঘটিত হয়। তবে সম মর্যাদা দিলে ধর্মান্তরিত ৭০ শতাংশ হিন্দু ধর্মে ফিরে আসবেন। এক্ষেত্রে তাদের উপযুক্ত সম্মান এবং মর্যাদা দেওয়া প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত হিন্দু ধর্মের প্রচার এবং প্রসার সহ হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করা ব্যক্তিদের ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে করণীয় নানা পদক্ষেপ সংক্রান্তে আলোচনার জন্য রাজ্যের মাজুলীতে এক বৃহৎ হিন্দু ধর্ম সমারোহ আযোজেন করা হয়েছে। সারা দেশ তথা বিশেষভাবে পূর্বাঞ্চল থেকে ১৫০ এর অধিক সত্রাধিকার এবং ধর্ম গুরু এই হিন্দু ধর্ম সমারোহে অংশগ্রহণ করেছেন। এই সভায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যেই তিন দিনের জন্য অসম সফরে এসেছেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। বৃহস্পতিবার তিনি উত্তর কমলাবাড়ি সত্রের সন্ত সমারোহে অংশগ্রহণ করেছেন। তাছাড়া দক্ষিণপাট সত্র পরিদর্শন করেছেন আরএসএস প্রধান। আগামীকাল তিনি লুইত সোবণশিরি সমারোহে অংশগ্রহণ করবেন।

মাজুলীতে অনুষ্ঠিত সন্ত সমারোহে অংশগ্রহণ করে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত বলেন হিন্দু ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত হওয়ার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। নিজের ধর্ম সংস্কৃতির প্রতি অজ্ঞতা বাড়লে মূলত ধর্মান্তরের ঘটনা সংঘটিত হয়। তবে তাদের সম মর্যাদা দিলে ধর্মান্তরিত ৭০ শতাংশ হিন্দু ধর্মে ফিরে আসবেন। এক্ষেত্রে তাদের উপযুক্ত সম্মান এবং মর্যাদা দেওয়ার প্রয়োজেনীয়তা রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। আরএসএস প্রধান বলেন ধর্মান্তর হওয়া ব্যক্তি হাজার হাজার বছর ধরে ধর্মের জন্য লড়াই করেছেন। ফলে তাদের সসম্মানে হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নিতে হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

মাজুলির কমলাবাড়ি সত্রে এসে অভিভূত হয়ে পড়েন মোহন ভাগবত। তিনি বলেন যুগ যুগ ধরে মাজুলির কমলাবাড়ি সত্র সহ অন্যান্য প্রতিটি সত্র হিন্দু ধর্মের এই সাধনায় ব্রতি রয়েছে। ফলে এই ধরনের ধর্মস্থলে এলে তার ব্যাটারি চার্জ হয়ে যায় বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। অন্যদিকে সন্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে রাজ্যের বিশিষ্ট সত্রাধিকার ড০ পীতাম্বর দেবো গোস্বামী বলেন সনাতন ধর্মের ইতিহাস রক্ষা করতে হবে। সনাতন ধর্মের প্রতিটি পন্থা এক হওয়ার প্রয়োজেনীয়তা রয়েছে। এরপরেই সনাতন ধর্মের সংস্কার ছড়িয়ে পড়বে। তাছাড়া এই ধর্মের প্রতি থাকা শঙ্কা তথা বিভ্রান্তি দূর হবে। প্রতিবছর এই ধরনের সন্ত সমারোহের মাধ্যমে মনের মিল গড়ে তোলার পোষকতা করেছেন সত্রাধিকার ড০ পীতাম্বর দেবো গোস্বামী। উল্লেখ্য আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত সফর ঘিরে মাজুলিতে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। তাছাড়া রাজ্যের অধিকাংশ বিশিষ্ট নেতারা বর্তমান মাজুলিতে উপস্থিত হয়ে মোহন ভাগবতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন বলে জানা গেছে।

বিরোধী ঐক্য মঞ্চের একাধিক রাজনৈতিক দল এবার সরাসরি লোকসভা কেন্দ্রের নাম উল্লেখ করে আসনের দাবিতে তৎপর

তৃণমূল কংগ্রেসের করিমগঞ্জ কেন্দ্রের জন্য সুস্মিতা দেব এবং নজরুল ইসলাম বড়ভুঁইয়ার প্রার্থী প্যানেল প্রস্তুত করে মোট চারটি আসনের দাবি

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ পূর্বে নির্ধারিত সুচি অনুযায়ী ধুবড়ি জেলার চাপরে অনুষ্ঠিত বিরোধী ঐক্য মঞ্চের বৈঠকে অংশ নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস নিজেদের চারটি আসনের দাবিতে অনড় ছিল। কিন্তু এবার সরাসরি লোকসভা কেন্দ্রের নাম উল্লেখ করে নিজেদের জন্য চারটি আসনের দাবিতে তৎপর হয়ে উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেস। একইভাবে আম আদমি পার্টি নিজেদের জন্য পাঁচটি আসনের দাবিতে অনড় রয়েছে। যেকোনোভাবে পাঁচটি আসন লাগবেই বলে দৃঢ় সুরে ফেরএকবার দাবি উত্থাপন করেছে আম আদমি পার্টি। তাছাড়া সিপিআইএম বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদার ইতিমধ্যে বরপেটা আসনের দাবি জানিয়ে এই লোকসভা কেন্দ্রে দলীয় প্রস্তুতি শুরু করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রণকৌশল নির্ধারণ তথা আসন বোঝাপড়া সংক্রান্ত আলোচনা করার উদ্দেশ্যে গতকালই ধুবড়ি জেলার চাপরে বিরোধী ঐক্য মঞ্চের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করে তৃণমূল কংগ্রেসের অসম রাজ্য কমিটির সভাপতি রিপুণ বরা বলেন আসন বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে প্রায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে আলোচনা চলছে এবং সেটা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে এই সংক্রান্তে বিরোধী ঐক্য মঞ্চে থাকা দল গুলোর মধ্যে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। এমনকি সময় অসময়ে টেলিফোনেও এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। রাজ্য ভিত্তিতে ফ্রেমওয়ার্ক প্রায় সম্পূর্ণ করে তোলা হয়েছে। ঐক্য মঞ্চে থাকা বেশ কয়েকটি দল আসনের দাবি জানিয়েছে বলে মন্তব্য করেছিলেন তিনি। তবে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে এর এক দিন পর অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দলটির রাজ্য সভাপতি রিপুণ বরা বলেন তৃণমূল কংগ্রেস করিমগঞ্জ, ধুবড়ি, কোকরাঝাড় এবং লক্ষিমপুর রাজ্যের এই চারটি আসনের দাবি জানিয়েছে। তবে শুধুমাত্র আসনের দাবি জানানো নয় একাধিক কেন্দ্রের প্রার্থী তালিকাও প্রস্তুত করে নিয়েছে দলটি। তৃণমূল কংগ্রেস করিমগঞ্জ কেন্দ্রের জন্য সুস্মিতা দেব এবং নজরুল ইসলাম বড়ভূঁইয়ার প্রার্থী প্যানেল প্রস্তুত করে নিয়েছে বলে জানান তিনি।

তবে এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই আম আদমি পার্টি। তৃণমূল কংগ্রেসের মতো প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত না করলেও নিজেদের পছন্দের আসনের নাম ঘোষণা করেছে দলটি। আম আদমি পার্টির সাংগঠনিক সম্পাদক ব্রজেন সন্দিকৈ জানান দলটি মূলত গুয়াহাটি, বরপেটা, ধুবড়ি, তেজপুর, ডিব্রুগড় লোকসভা কেন্দ্রের দাবি জানিয়েছে। এমনকি গুয়াহাটি লোকসভা কেন্দ্র থেকে তিনি স্বয়ং প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন আম আদমি পার্টির সাংগঠনিক সম্পাদক ব্রজেন সন্দিকৈ। অন্যদিকে কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা বলেন রাজ্যে বিরোধী ঐক্য মঞ্চের আসন বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় মিত্র জোট ইন্ডিয়ার মাধ্যমে নির্ধারণ করা সূত্র অনুযায়ী হবে। উদাহরণ স্বরূপে তিনি বলেন পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে কিভাবে আসনে বোঝাপড়া হচ্ছে কিংবা উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টি এবং কংগ্রেসের মধ্যে আসন বোঝাপড়া করার ক্ষেত্রে এক সূত্র নির্ধারণ করা হবে। সেই সূত্র অসমেও কার্যকর হবে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা।

রাজ্যের কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ১৫ টি দলের বিরোধী ঐক্য মঞ্চে শুধুমাত্র আসন কেন্দ্রিক সংঘাত নয় বরং এবার এক দল অন্য দলকে দুর্বল আখ্যা দেওয়া সংক্রান্তেও বিরোধী পক্ষের রাজনীতি উত্তাল হয়ে উঠেছে। উল্লেখ্য ধুবড়ি জেলার চাপরে অনুষ্ঠিত বৈঠকে অংশগ্রহণ করে সিপিআইএম বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদার বলেছেন মঞ্চে থাকা কয়েকটি দল দুর্বল। ১৫ টি রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়ে বিরোধী ঐক্য মঞ্চ গঠন করলেও মঞ্চে থাকা প্রতিটি রাজনৈতিক দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে না। বহু দল রয়েছে যারা অসমে দুর্বল কিন্তু অন্য কোথাও শক্তিশালী হিসাবে রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপে আরজেডি অসমে দুর্বল কিন্তু বিহারে তাদের সরকার রয়েছে। একইভাবে আম আদমি পার্টি অসমে সেভাবে শক্তিশালী না হলেও এই একই দলের দিল্লি এবং পাঞ্জাবের সরকার রয়েছে। ফলে প্রতিটি বিষয়ে খতিয়ে দেখে যাচাই করে আসন বোঝাপড়া কেন্দ্রিক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে মন্তব্য করেছিলেন তিনি।

তবে এবার সিপিআইএম বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদারের এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এই সংক্রান্তে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে তৃণমূল কংগ্রেসের অসম রাজ্য কমিটির সভাপতি রিপুণ বরা বলেন বর্তমান রাজ্যে সিপিআইএমের কি স্থিতি রয়েছে সেটা প্রত্যেকেই জানেন। পূর্বে সারা রাজ্য জুড়ে দলটির দখল ছিল। কিন্তু বর্তমান উজান অসমে সিপিআইএম প্রায় সম্পূর্ণভাবে উৎখাত হয়ে গেছে। ফলে দলটির পূর্বের স্থিতি নেই বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। এক্ষেত্রে আম আদমি পার্টির সাংগঠনিক সম্পাদক ব্রজেন সন্দিকৈ বলেন বিরোধী ঐক্য মঞ্চে প্রতিটি দল একত্রিত হয়েছে। এবার এই মঞ্চে থাকা একটি দল অন্য দলকে এভাবে দুর্বল বলে আখ্যা দেওয়া উচিত হয়নি। আম আদমি পার্টিও একই ধরনের মন্তব্য করতে পারে। কিন্তু করেনি। কারণ মিত্র জোটে থাকা প্রতিটি দল একত্রিত হয়ে লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার উদ্দেশ্যেই বিরোধী ঐক্য মঞ্চ গঠন করা হয়েছে। ফলে এভাবে একটি দল অন্য দলকে দুর্বল বলে আখ্যা দেওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন আদমি পার্টির সাংগঠনিক সম্পাদক ব্রজেন সন্দিকৈ। অন্যদিকে শুধুমাত্র বৈঠক আযোজেন করলেই জয় সম্ভব নয়। এই ১৫ টি দল একত্রিত ভাবে তৃণমূল পর্যায়ে গিয়ে প্রচার চালাতে হবে করা বিধায়ক অখিল গগৈর মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় কংগ্রেস সর্বদা গ্রামেই রয়েছে বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া।

নিমডিহের অরুণ মাহাতোকে জাতীয় স্তরের শিল্প উৎসবের জন্য ছৌ নৃত্য প্রশিক্ষক নিযুক্ত করেছেন

অনিশা গোরাই

জামশেদপুর ঃ ঝাড়খণ্ড শিক্ষা প্রকল্প পরিষদ রাঁচি নিমডিহ ব্লকের আন্ডা গ্রামের বাসিন্দা অরুণ কুমার মাহাতোকে মানভূম শৈলী ছৌ নৃত্য লোকশিল্প প্রশিক্ষণের জন্য জাতীয় স্তরের শিল্প উৎসব ২০২৩-২০২৪-এর জন্য প্রশিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করেছে। রাঁচির জেসিইআরটি ভবন রাতুতে শিল্পীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ শিবিরটি ২৩ ডিসেম্বর শুরু হয়েছে এবং ৬ জানুয়ারি শেষ হবে। অরুণ মাহাতো সিঙ্গাপুর, হংকং, মালেশিয়া প্রভৃতি দেশে মানভূম শৈলী ছৌ নৃত্য লোকশিল্প প্রদর্শন করে দেশের জন্য গর্ব এনেছেন। অরুণের ছৌ নৃত্য প্রশিক্ষণের গুরু হলেন ওস্তাদ বংশীধর মাহাতো, যিনি শ্রী কৃষ্ণের ভূমিকায় নৃত্য পরিবেশনের জন্য ভারতে বিখ্যাত। এই লোকশিল্প সম্পর্কে, প্রশিক্ষক অরুণ কুমার মাহাতো বলেন যে ছৌ নাচ মার্শাল আর্ট এবং লোক ঐতিহ্য সহ একটি অর্ধশাস্ত্রীয় ভারতীয় নৃত্য। এটি তিনটি শৈলীতে পাওয়া যায় যেখানে তারা সঞ্চালিত হয় তার নামানুসারে। ছৌ নৃত্য মূলত ভূমিজ, মুন্ডা, কুমহার, কুডমি মাহাতো, ডোম, খন্ডায়ত, তেলি, পট্টনায়েক, সামাল, দারোগা, মোহন্তী, ভোল, আচার্য, কর, দুবে এবং সাহু সম্প্রদায়ের লোকেরা পরিবেশন করে। ছৌ নৃত্যে একটি বিশেষ ধরনের মুখোশ ব্যবহার করা হয়, যেটি পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়ার চড়িদা গ্রামের সূত্রধর এবং সারাইকেলার শিল্পীরা তৈরি করেন। নৃত্য সঙ্গীত এবং মুখোশ তৈরির শিল্প ও নৈপুণ্য মৌখিকভাবে প্রেরণ করা হয়। এটি প্রধানত আঞ্চলিক উৎসবে সঞ্চালিত হয়। বসন্ত উৎসবের চৈত্রে চলে ছৌ নাচের অনুষ্ঠান। এই নৃত্য দেখার জন্য প্রতিটি শ্রেণীর মানুষ অংশগ্রহণ করে।

টুকরো খবর

মুসলমান সহ রাজ্যের ৬ ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকারের বিশেষ উপহার

পঞ্চম শ্রেণীর উত্তীর্ণ থাকলেই ই রিকশা, সংখ্যালঘু মহিলাদের সেলাই মেশিন সহ বহু আকর্ষণীয় পদক্ষেপ

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন সরকার নতুনভাবে নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। এবার কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ এবং অনুপ্রেরণায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন সরকার মুসলমান সহ ৬ ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ উপহার দিতে চলেছে। মূলত আসন্ন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এবার মুসলমান সহ ৬ ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে আকর্ষিত করার স্বার্থে তৎপর হয়ে উঠেছে রাজ্য সরকার। এক্ষেত্রে ৬ ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য ই রিক্সা, সেলাই মেশিন সহ বহু উপহার দেওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছে রাজ্য সরকার। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্যের শাসক পক্ষ অর্থাৎ বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার নানা চিন্তাভাবনা করার পাশাপাশি বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে। ভোটারদের আকর্ষিত করার জন্য বহু পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এবার মুসলমান সহ রাজ্যের ৬ ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ নজর দিয়ে নতুন ধরনের পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন সরকার। তবে শুধুমাত্র পরিকল্পনা নেওয়া নয় বরং ফলাও করে প্রচার মাধ্যমে এই বিষয়টি নিয়ে সরকারের তরফে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হচ্ছে। রাজ্য সরকারের অধিনের অসম সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোর্ডের তরফে ২০২৩-২৪ সালের জন্য রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দার অধিসূচিত ধর্মীয় সংখ্যালঘু অর্থাৎ মুসলমান খ্রিস্টান শিখ, বৌদ্ধ জৈন এবং পারসি সম্প্রদায়ের জন্য বিভিন্ন সামগ্রী বিতরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর অধীনে ৮০ শতাংশ সরকারি অনুদান সাপেক্ষে পঞ্চম শ্রেণীর উত্তীর্ণ থাকলেই ই রিকশা, মহিলাদের সিলাই মেশিন, ফ্যাশন ডিজাইন মেশিন, অটোমেটিক পেপার প্লেট প্রস্তুতকারী মেশিন, ইত্যাদি সামগ্রী বিনামূল্যে বিতরণ করার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ফলে এক্ষেত্রে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের আবেদন করার আহ্বান জানানো হয়েছে। আবেদনকারী প্রযোজন ব্যক্তির বাৎসরিক আয় তিন লক্ষের অধিক হলে এক্ষেত্রে আবেদন করা যাবে না।

তাছাড়া আবেদনকারীরা অনলাইনের মাধ্যমে প্রয়োজেনীয় ফর্ম ফিলাপ করা ছাড়াও আবেদনের সঙ্গে যাবতীয় নথিপত্র আপলোড করতে হবে। তাছাড়া আবেদন করার সময় আপলোড করা নথিপত্রের মূল কপি বাছাই প্রক্রিয়ার সময় সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে। এক্ষেত্রে নির্বাচিত ব্যক্তিদের অসম সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোর্ডের তরফে ব্যক্তিগতভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে। ইচ্ছুক আবেদনকারীরা আগামী ২০২৪ সালের ১৭ জানুয়ারির মধ্যে জ্বড্ডজ্রএঞ.জ্বণ্জ্বড্ড.ঞ্জণত্ত.টচ ওয়েব সাইটে গিয়ে নিজেদের আবেদন পত্র জমা করতে পারবেন বলে নির্দেশ রয়েছে। আবেদন করার ক্ষেত্রে আবেদনকারীর ভোটার কার্ড, পরিচয় প্রমাণপত্র, বাৎসরিক আয়ের প্রমাণ পত্র ইত্যাদি সঙ্গে আপলোড করতে হবে।

৩১ ডিসেম্বর রামগড় আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা বালক দাস বাবাজীর পুন্য তিথি উপলক্ষে বিশেষ ত্যাগ ও সাহসের প্রতীক বালক দাস বাবাজী

পোটকা (সুনীল কুমার দে) ঃ পোটকা প্রখন্ডের অন্তর্গত হাতা গ্রামে অবস্থিত প্রাচীন গুরুকুল রামগড় আশ্রম।১৯৬৬ সালে এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্বর্গীয় বালক দাস বাবাজী।তিনি উড়িষ্যা থেকে এসেছিলেন।তিনি প্রথমে হাতার মাতাজী আশ্রমে উঠেছিলেন।তখন মাতাজী আশ্রমে দ্বিতীয় মাতাজী ছিলেন রানুমা।তাঁর পরামর্শে বাবাজী হাতায় হলুদপুকুর রোডে জায়গাটির নাম ছিলো রামগড়,সেখানেই আশ্রম গড়ে তুলেন।তিনি গুরুকুল প্রথা শুরু করেছিলেন সেজন্য আশ্রমের পুরো নাম প্রাচীন গুরুকুল রামগড় আশ্রম।তিনি অনাথ ছেলেদের আশ্রমে রেখে শিক্ষা দিতেন ও মানুষ করতেন।তিনি ১৯৬৮ সাল থেকে যজ্ঞ ও হরিনাম সংকীর্তন শুরু করেছিলেন যা আজও প্রতি বছর মাঘী পূর্ণিমাতে পাঁচ দিন ব্যাপী যজ্ঞ ও নাম সংকীর্তন হয় ও মেলা বসে।দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে ভক্তেরা নাম যজ্ঞ ও মেলা দেখতে আসে।১৯৬৮ সাল থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত ১২ বছর বিষ্ণু যজ্ঞ ও নাম সংকীর্তন পাঁচ দিন ব্যাপী হয়েছে।১৯৮০ থেকে ১৯৯১ সাল পর্য্যন্ত ১২ বছর চন্ডী যজ্ঞ ও নাম সংকীর্তন হয়েছে।১৯৯২ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্য্যন্ত ১২বছর মহরুদ্র যজ্ঞ ও নাম সংকীর্তন হয়েছে।২০০৪ সাল থেকে ২০১৫ পর্য্যন্ত ১২ বছর গীতা যজ্ঞ ও নাম সংকীর্তন চলেছে।২০১৬ সাল থেকে বিষ্ণু যজ্ঞ ও হরিনাম সংকীর্তন চলছে।বালক দাস বাবাজী একজন নির্ভীক,ত্যাগী ও পরম জ্ঞানী সাধু ছিলেন।তিনি এই অঞ্চলের জন্য অনেক বড় উপহার দিয়ে গেছেন যা তাঁকে যুগ যুগ ধরে অমর করে রাখবে।রামগড় আশ্রমে অনেক মন্দির রয়েছে তার মধ্যে হরিমন্দির,শিব মন্দির,গণেশ মন্দির,যজ্ঞ শালা,উপনয়ন শালা,বাবাজীর সমাধি মন্দির প্রমুখ।বাবাজী ৩১ ডিসেম্বর ২০০৫ সালে ব্রহ্মলীন হয়।এই বছর তাঁর ১৮ তম পুন্য তিথি পালন করা হবে আগামী ৩১ শে ডিসেম্বর রবিবার দিনে।এই বছর তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে ৩১ তারিখে বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে কবিতা আবৃতি,চিত্রাঙ্কন,রচনা ও সংগীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।বর্তমান বালক দাস বাবাজী প্রতিষ্ঠিত রামগড় আশ্রম টি একটি কমিটি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।বালক দাস বাবাজীর পুন্য তিথি উপলক্ষে তাঁর চরণে স্বভক্তি প্রণাম ও শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই।

সেঞ্চুরিয়নে তিনদিনের মধ্যেই ভারতকে গুঁড়িয়ে দিল দক্ষিণ আফ্রিকা

জোহান্সবর্গ ঃ মার্কো ইয়ানসেনকে ডাউন দ্য গ্রাউন্ডে এসে তুলে মারতে গেলেন বিরাট কোহলি। হয়তো চারই পেয়ে যেতেন, কিন্তু কাগিসো রাবাদা লং অন থেকে বাঁদিকে ছুটে ডাইভ দিয়ে নিলেন দুর্দান্ত এক ক্যাচ। ভারত হারাল সর্বশেষ উইকেট। কোহলির ৭৬ রানের লড়াকু ইনিংসও আটকাতে পারল না ইনিংস পরাজয়! সেঞ্চুরিয়নে বৃষ্টিবিঘ্নিত টেস্টে তিন দিনের মধ্যেই ভারতকে ইনিংস ও ৩২ রানে হারিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা আরেকবার জানাল, দেশের মাটির দুর্গ অটল রাখছে তারা! দুই টেস্টের সিরিজ বলে ভারতের আর জেতার সুযোগ নেই, ফলে দক্ষিণ আফ্রিকায় তাদের সিরিজ জয়ের অপেক্ষা বাড়ল আরও।

দ্বিতীয় দিন ১৪০ রানে অপরাজিত ডিন এলগার থামেন দ্বিশতক থেকে ১৫ রান দূরেই। কিন্তু মার্কো ইয়ানসেনের অপরাজিত ৮৪ রান, এলগারের সঙ্গে ১১১ তাঁর রানের জুটিতে প্রথম ইনিংসে ১৬৩ রানের লিড নেয় দক্ষিণ আফ্রিকা। সেটিও চোটের কারণে বাইরে থাকা টেম্বা বাভুমাকে ছাড়াই। সেঞ্চুরিয়নের এ উইকেটে যা অনেক। শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হলো সেটিই।

বড় লিডের বোঝা মাথায় নিয়ে প্রথম বলেই ক্যাচ দিয়েছিলেন যশস্বী জয়সোয়াল, যদিও সেটি ফেলেন এইডেন মার্করাম। দক্ষিণ আফ্রিকা ক্যাচ ফেলেছে এরপরও। কিন্তু সেসবও পার্থক্য গড়তে পারেনি কোনো। কাগিসো রাবাদার পর ইয়ানসেন, শেষে গিয়ে নান্দ্রে বার্গারের তোপ সামলাতে পারেননি ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা।

১৩ রানের মধ্যেই ফেরেন দুই উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান রোহিত শর্মা ও জয়সোয়াল। তৃতীয় উইকেটে ৩৯ রান তোলেন কোহলি ও শুবমান গিল, ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে সেটিই হয়ে থেকেছে সর্বোচ্চ। চাবিরতির আগেই ফেরেন গিলও। শেষ সেশনে গিয়ে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে ভারতের ব্যাটিং লাইনআপ।

এক সময় ৯৬ রানে ৪ উইকেট ছিল তাদের, সেখান থেকে ১৩১ রানেই গুটিয়ে গেছে তারা। একপাশে কোহলি দাঁড়িয়ে ছিলেন, ইতিবাচকও ছিলেন। কিন্তু তাঁর হতাশা বাড়িয়ে একের পর এক ফিরে গেছেন সঙ্গীরা। ২৬তম ওভারে লোকেশ রাহুল ও রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে পরপর ২ বলে ফিরিয়ে হ্যাটট্রিকের সামনেও দাঁড়িয়ে যান অভিষিক্ত বার্গার। শেষ পর্যন্ত সেটি পাননি, ৫ উইকেটও পাননি। তবে যা পাওয়ার, সেটি ঠিকই পেয়ে গেছে তাঁর দল।

ম্যাচ শেষে নিজের হতাশা লুকাননি ভারত অধিনায়ক রোহিত, 'টেস্ট জয়ের জন্য যে সমন্বিত পারফরম্যান্স দরকার, সেটি ছিল না আমাদের। দুবারই ভালো ব্যাটিং করিনি, এ কারণেই এখানে দাঁড়িয়ে আমরা।' আর ম্যাচসেরা ডিন এলগার বলেছেন, 'বিশেষ কিছু। এখন হাসি আর উপভোগ করার সময়।' ক্যারিয়ারের শেষ সিরিজ খেলতে নামা এলগারের জন্য এ জয় তো বিশেষ কিছু হবেই।

অধিনায়ক হিসেবে যে কীর্তিতে কামিন্স অনন্য

মেলবোর্ন ঃ প্যাট কামিন্স আনমনে গেয়ে উঠতেই পারেন এ যেন সাফল্যের দিন, এ লগন সাফল্য কুড়াবার! আন্তর্জাতিক থেকে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট, টেস্ট থেকে ওয়ানডে সর্বত্রই যেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়কের জয়জয়কার। এ বছরটা কামিন্সের কেটেছে সাফল্যের তিলক কপালে আঁকতে আঁকতে। ক্যারিয়ারে যেন তাঁর মধুচন্দ্রিমা চলছে! বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের স্মারক 'গদা' জয়ের পর ঘরের মাঠে ভারতীয়দের স্তব্ধ করে দিয়ে জিতেছেন ওয়ানডে বিশ্বকাপ। এটাকে কামিন্সের ক্যারিয়ার মধুচন্দ্রিমা না বলে উপায় কী! আজ যেন সেই মধুচন্দ্রিমায় যোগ হলো আরেকটি মখমলে রাত! তাঁর সাফল্যের মুকুটে আরেকটি পালক যোগ হয়েছে আজই শেষ হওয়া মেলবোর্ন টেস্টে। মেলবোর্নে পাকিস্তানকে হারিয়ে দেশের মাটিতে ৩ ম্যাচের সিরিজে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে জয় নিশ্চিত করেছে অস্ট্রেলিয়া। অস্ট্রেলিয়ার জয়ের দিনে দারুণ এক কীর্তি গড়েছেন কামিন্স। মেলবোর্নে পাকিস্তানকে প্রথম ইনিংসে ২৬৪ রানে অলআউট করতে ২০ ওভার বোলিং করে ৪৮ রান দিয়ে ৫ উইকেট নিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক। তাঁর দ্বিতীয় ইনিংসের বোলিং যেন প্রথম ইনিংসের কার্বন কপি। ১৮ ওভার বোলিং করে ৪৯ রান দিয়ে নিয়েছেন ৫ উইকেট। সব মিলিয়ে ম্যাচে ১০ উইকেট। এর আগে মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে এক টেস্টে ১০ উইকেট নেওয়ার কীর্তি ছিল না আর কোনো অধিনায়কের। এর আগে এমসিজিতে অধিনায়কদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উইকেট নেওয়ার রেকর্ডটি ছিল অস্ট্রেলিয়ারই হিউ ট্রাম্বলের। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তিনি ৮ উইকেট নিয়েছিলেন ১২৬ রান দিয়ে। এ ছাড়া ভারতের সাবেক অধিনায়ক লালা অমরনাথ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৩০ রানে নিয়েছিলেন ৭ উইকেট। এমসিজিতে অধিনায়ক হিসেবে ৭ উইকেট নেওয়ার কীর্তি আছে আরও একটি। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সেটা গড়েছিলেন ভারতের আরেক সাবেক অধিনায়ক অনিল কুম্বলে। তিনি ৭ উইকেট নিয়েছিলেন ১৮৬ রানে। ১০ উইকেট নিয়ে কামিন্স নিজের নামটি লিখিয়েছেন কিংবদন্তি অ্যালান বোর্ডারের পাশেও। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট ইতিহাসে কামিন্সের আগে মাত্র একজন অধিনায়কই এক টেস্টে ১০ উইকেট নেওয়ার কীর্তি গড়েছিলেন। ১৯৮৯ সালে সিডনিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার ৭ উইকেটের জয়ে সেই সময়ের অধিনায়ক বোর্ডার ৯৬ রান দিয়ে নিয়েছিলেন ১১ উইকেট।

দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে বড় হারের পর শাস্তিও পেল ভারত

সেঞ্চুরিয়ন ঃ সেঞ্চুরিয়ন টেস্টে বড় ব্যবধানে হারের পর ওভারের মন্থরগতির কারণে শাস্তি পেয়েছে ভারত দল। আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে ২ পয়েন্ট কাটা গেছে রোহিত শর্মার দলের। সঙ্গে ম্যাচ ফির ১০ শতাংশ জরিমানাও করা হয়েছে। আইসিসির আচরণবিধি অনুযায়ী, বরাদ্দকৃত সময়ে প্রতি ওভার কম করার জন্য ম্যাচ ফির ৫ শতাংশ জরিমানা করা হয়। সেঞ্চুরিয়নে ইনিংস ও ৩২ রানে হারা ম্যাচে ভারত পিছিয়েছিল ২ ওভার। অন্যদিকে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিটি ওভারের জন্য ১ পয়েন্ট করে কাটা যায়। আইসিসির ম্যাচ রেফারি ক্রিস ব্রড ভারতকে শাস্তির সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

এ ম্যাচে হারের পর ২০২৩২৫ সালের টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের চক্রের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ থেকে ভারত ৫ নম্বরে (৪৪ দশমিক ৪৪ শতাংশ পয়েন্ট) নেমে গিয়েছিল। তবে পয়েন্ট কাটা যাওয়ার পর এখন তাদের শতকরা পয়েন্ট ৩৮ দশমিক ৮৯। ফলে তারা অস্ট্রেলিয়ারও নিচে ছয়ে নেমে গেছে। অবশ্য পরে মেলবোর্নে পাকিস্তানের বিপক্ষে জয়ের পর ৫০ শতাংশ পয়েন্ট নিয়ে তিনে উঠে গেছে অস্ট্রেলিয়া। একটিই ম্যাচ খেলে জয় পাওয়া দক্ষিণ আফ্রিকা এখন তালিকার শীর্ষে। প্রথম ইনিংসে লোকেশ রাহুলের শতকের পরও ভারত আটকে যায় ২৪৫ রানে। তবে ডিন এলগারের ১৮৫, মার্কো ইয়ানসেনের (৮৪) ও অভিষিক্ত ডেভিড বেডিংহামের (৫৬) অর্ধশতকে প্রথম ইনিংসে বড় লিড নেয় দক্ষিণ আফ্রিকা। সেঞ্চুরিয়নের কঠিন উইকেটে দক্ষিণ আফ্রিকান পেসারদের সামনে দ্বিতীয় ইনিংসে ১৩১ রানেই থামে ভারত, সেটিও বিরাট কোহলির ৭৬ রানের পরও। প্রথম ম্যাচেই হারের কারণে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথমবারের মতো সিরিজ জয়ের অপেক্ষা আরও বেড়েছে তাদের। এর আগে ৮টি সিরিজ খেলে ৭টিতেই হারে ভারত, ড্র করে ১টি। এদিকে চোটের কারণে আগেই সিরিজ শেষ হয়ে যাওয়া মোহাম্মদ শামির জায়গায় ভারত দলে নিয়েছে আবেশ খানকে। আগামী ৩ জানুয়ারি কেপটাউনে শুরু হবে দ্বিতীয় টেস্ট।

বিবস্ত্র করে নারীকে ঘোরানোর ঘটনা ভারতে মোটেই বিরল নয়

নয়া দিল্লি (গীতা পাণ্ডে): ভারতে এই মাসের শুরুতেই একজন নারীকে বিবস্ত্র করে ঘোরানোর ঘটনায় তোলপাড় হয়েছিল। দুর্ভাগ্যজনক বিষয়টা হল, এই ধরনের শিরোনাম এ দেশে কিন্তু নতুন কিছু নয়। তবে আইনজ্ঞ এবং জেন্ডার আক্টিভিস্টদের মতে এই জাতীয় অপরাধের মোকাবিলা করার জন্য দেশে সেই অর্থে যথেষ্ঠ বলিষ্ঠ আইন নেই।

সতর্কীকরণ - এই প্রতিবেদন পাঠকদের মানসিক ভাবে বিচলিত করতে পারে।

শশীকলার (নাম পরিবর্তন করা হয়েছে) বাড়িতে ১১ই ডিসেম্বর যখন একদল লোক হঠাৎ ঢুকে আসে তখন ঘড়িতে বাজে রাত একটা। বছর ৪২-এর ওই নারীকে ঘর থেকে টেনে বের করে নগ্ন অবস্থায় গ্রামের চারপাশে ঘোরানো হয়। তারপর বিদ্যুতের খুঁটিতে বেঁধে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেধড়ক পেটানো হয়।

দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটকের বাসিন্দা ওই নারীকে 'শাস্তি' দেওয়ার কারণ তার ছেলে বান্ধবীর সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল।

বেলাগাভি জেলার হোসা ভাণ্টামুরি গ্রামের ওই প্রেমিক যুগলের বয়স যথাক্রমে ২৪ বছর এবং ১৮ বছর। যুবতীর অন্যত্র বিয়ে ঠিক হয়েছিল, বাগদানও হয়েছিল। যেদিন বিয়ে হওয়ার কথা তার আগের রাতে পালিয়ে যায় তারা। মেয়েটির ক্ষুব্ধ পরিবার জানতে চাইছিল দম্পতি কোথায় রয়েছে।

খবর পেয়ে ভোর চারটে নাগাদ পুলিশ গ্রামে পৌঁছে শশীকলাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। তিনি তখন মানসিক ভাবে ভীষণ বিপর্যস্ত। পরে ওই রাজ্যের এক মন্ত্রী দেখা করতে এলে শশিকলার স্বামী তাকে বলেছিলেন, আমি ও আমার স্ত্রী কিন্তু ওদের দু'জনের সম্পর্কের কথা জানতাম না।

এক ডজনেরও বেশি লোককে এই ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়ছিল এবং একই সঙ্গে দায়িত্বে অবহেলার কারণে স্থানীয় এক পুলিশ কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করা হয়েছিল।

খবরটি জাতীয় স্তরে শিরোনামে উঠে আসে এবং কর্তৃপক্ষের নজরেও এসেছিল বিষয়টি। কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া একে 'অমানবিক কাজ' বলে মন্তব্য করে শশীকলাকে ন্যায় বিচারের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। সরকারের পক্ষ থেকে তাকে কৃষি জমি এবং অর্থও দেওয়া হয়েছিল। যদিও যে লাঞ্ছনা তাকে সহ্য করতে হয়েছে তার কোনও ক্ষতিপূরণ হয় না, সে কথা স্বীকার করে নিয়েছিল সরকার।

কর্ণাটক হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রসন্ন ভারালে এবং বিচারপতি এমজিএস কমল পুলিশকে তলব করে নিজেরাই শুনানি শুরু করে বলেন, আধুনিক ভারতে এই জাতীয় ঘটনা ঘটতে পারে এই বিষয়টি তাদের 'হতবাক' করেছে।

তবে বেলাগাভির ঘটনাটি কিন্তু বিরল নয়। বরং বিগত কয়েক বছরে ভারতে বেশ কয়েকটি এই ধরনের ঘটনা শিরোনামে উঠে এসেছে।

জুলাই মাসে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য মণিপুর থেকে এমনই একটি ঘটনা বিশ্ব জুড়ে ক্ষোভের জন্ম দিয়েছিল। ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা গিয়েছিল, দু'জন মহিলাকে গণধর্ষণের আগে একদল পুরুষ তাদের টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে।

ভয়াবহ এই আক্রমণের একটি রাজনৈতিক দিক ছিল। কুকি এবং মেইতেই সম্প্রদায়ের মধ্যে সহিংস সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছিল মণিপুরে। কিন্তু অন্যান্য রাজ্য থেকে আসা রিপোর্টে দেখা যায়, এ ধরনের ঘটনা প্রায়ই জাতপাত বা পারিবারিক দ্বন্দ্বের কারণে ঘটে, যেখানে নারীর দেহ প্রায়শই সহিংসতায় রক্তাক্ত হয়।

গত আগস্টে রাজস্থানে ২০ বছর বয়সী এক অন্তঃসত্ত্বা নারীকে তার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন নগ্ন করে ঘোরান। ২০২১ সালের জুলাই মাসে অন্য পুরুষের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার পর গুজরাটে ২৩ বছর বয়সী এক আদিবাসী মহিলাকেও একই ভাবে 'শাস্তি' দেওয়া হয়েছিল।

২০১৫ সালের মে মাসে উত্তরপ্রদেশে পাঁচ জন দলিত নারীকে নগ্ন করে বেত দিয়ে মারেন উঁচু জাতের লোকজন। কারণ ছিল ওই দলিত পরিবারের একটি মেয়ে অন্য এক দলিত ছেলের সাথে পালিয়ে গিয়েছে।

২০১৪ সালে রাজস্থানে ৪৫ বছরের এক নারীকে নগ্ন করে গাধার পিঠে চাপিয়ে ঘোরানো হয়। ভাগ্নেকে হত্যার

অভিযোগ ছিল তার বিরুদ্ধে।

এগুলি অবশ্য হাতেগোনা কিছু ঘটনা যা শিরোনামে এসেছে। নারীদের উপর এই ধরনের অত্যাচারের ঘটনার সঠিক তথ্য কিন্তু নেই।

কয়েকটি ঘটনার রাজনীতিকরণ করা হয়েছে, যেখানে বিরোধী দলগুলি রাজ্য সরকারকে অস্বস্তিতে ফেলতে এই ঘটনাগুলি উত্থাপন করেছে। কিন্তু অ্যাক্টিভিস্টরা বলছেন, পুলিশ ও আদালতে অসংবেদনশীল জিজ্ঞাসাবাদের ভয়ে নারীরা প্রায়ই এসব অপরাধের কথা জানান না।

আইনজীবী এবং অধিকার কর্মী সুকৃতি চৌহান বলেন লজ্জার কারণে নারীদের ওপর হামলার ঘটনা কমই রিপোর্ট করা হয়। পরিবারগুলি এগিয়ে আসে না কারণ এটি সম্মানের বিষয় এবং এই ঘটনার শিকার নারীরা সমর্থন পায় না বা অভিযোগ দায়ের করার জন্য যে সুরক্ষিত পরিবেশ প্রয়োজন - সেটাও পায় না।

ভারতের ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো বলছে, বিবস্ত্র করার ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে '(নারীর) শালীনতা নষ্ট করতে যে আক্রমণ' হিসেবে। রাস্তায় হেনস্থা, যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ অঙ্গভঙ্গি, অনুসরণ এবং 'ভয়্যারিজম'-এর ঘটনাকেও ব্যাখা করা হয়েছে ওই তালিকায়।

গত বছর দেশে এ ধরনের ৮৩,৩৪৪টি মামলা নথিভুক্ত হয় যাতে ৮৫,৩০০ জন আক্রান্ত নারী ছিলেন।

এই ধরনের মামলাগুলি ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৪ অনুচ্ছেদের অধীনে নিষ্পত্তি করা হয় এবং মাত্র তিন থেকে সাত বছরের জেল হয়। যা মিজ চৌহানের মতে একেবারেই, পর্যাপ্ত নয়।

এটা ন্যায়বিচারের উপহাস ছাড়া কিছু নয়। শাস্তি বাড়ানোর জন্য এর সংশোধন প্রয়োজন, বলছিলেন তিনি।

কর্ণাটক হাইকোর্টে বিচারপতিরা আরও উল্লেখ করেছেন যে বেলাগাভির ওই ঘটনায় ৫০-৬০ জন গ্রামবাসীকে দেখা গিয়েছিল ... যদিও, কেবল মাত্র একজন ব্যক্তি হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করেছিলেন এবং তাকেও মারধর করা হয়েছিল।

এ ধরনের নৃশংসতা বন্ধ করতে 'সম্মিলিত দায়বদ্ধতার' প্রযোজনীয়তার কথা তুলে ধরে বিচারকরা ১৮৩০-এর দশকের একটি মামলার কথা উল্লেখ করেন -যেখানে পুরো গ্রামকে একটি অপরাধের শাস্তি পেতে হয়েছিল। ঘটনার সময় ভারত ছিল ব্রিটিশ শাসিত।

বিচারের রায়ে তারা বলেন, 'গ্রামের সব মানুষকে দায়িত্বশীল করতে হবে। গ্রামবাসীদের মধ্যে যে কোনও একজন এটা থামানোর চেষ্টা করতে পারতেন।

প্রধান বিচারপতি ভারালে মহাকাব্য মহাভারতের চরিত্র দ্রৌপদী, যাকে শ্রীকৃষ্ণ রক্ষা করেছিলেন বস্ত্র হরণের সময়, তার উল্লেখ করে বলেন, নারীদের হাতে অস্ত্র তুলে নিতে হবে কারণ কোনও ভগবান বাঁচাতে আসবে না।

তার কথায়, আমরা দ্রৌপদী নই এবং আমাদের হাতে তুলে নেওয়ার মতো কোনো অস্ত্রও নেই। এর দায়ও নারীদের ওপর বর্তায় না। যারা অন্যায় করছে, আইনের উচিত তাদের শাস্তি দেওয়া। উল্টে আইন বলছে নারীদের উচিত তাদের সুরক্ষার বিষয়টি দেখে নেওয়া।

তিনি আরও বলেন, যে বার্তাটি আমাদের দিতে হবে সেটা হল পারিবারিক, জাতপাত নিয়ে হানাহানি বা জাতিগত যুদ্ধের জন্য আমাদের শরীর ব্যবহার বন্ধ করুন। আমাদের শরীর যুদ্ধক্ষেত্র নয়।

রিসার্চ অ্যানালিস্ট মৌমিল মেহরাজের কাজের ক্ষেত্র হল লিঙ্গ সমতা। তরুণদের নিয়ে কাজ করেন তিনি।

তিনি বলেন, এক নারীর শরীরকে যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করার কারণ হলো এটি তার এবং তার পরিবার, জাতি ও সম্প্রদায়ের সম্মানের সঙ্গে যুক্ত।

তিনি বলেন, সংঘাতের সময় নারীদেরই সব কিছু সহ্য করতে হয়। তার মতে এই ধরনের ঘটনাগুলির মধ্যে 'ভয়্যারিজম' একটি উপাদানও রয়েছে কারণ তা দেখা হয়, ছবি তোলা হয় এবং ভিডিও ক্যামেরাতে বন্দীও করা হয়।

মৌমিল মেহরাজে জানিয়েছেন, বেলাগাভিতে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের মধ্যে একজন নাবালকও রয়েছে, যা ইঙ্গিত দেয় যে এই ধরনের অপরাধ এতটাই স্বাভাবিক হয়েছে যে পরবর্তী প্রজন্মও লিঙ্গভিত্তিক গতানুগতিক চিন্তা নিয়ে বড় হচ্ছে।

এ ধরনের ঘটনা মোকাবেলার জন্য কি একটি আইনই যথেষ্ট? আমি মনে করি এর একমাত্র সমাধান হল আরও ভালভাবে ছেলেদের বড় করে তোলা। তাদের শেখানো দরকার যে নারীর দেহকে তার সম্মানের সঙ্গে যোগ করাটা ঠিক নয়।

এটি একটি কঠিন কাজ, তবে এটি তাড়াতাড়ি শুরু করতে হবে। অন্যথায় নারীর প্রতি এই জঘন্য সহিংসতা অব্যাহত থাকবে, সতর্ক করে দিচ্ছেন তিনি।

টুকরো খবর

'অন্য নির্বাচনের তুলনায় এবারের পরিস্থিতি আলাদা'

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ এর আগে নির্বাচনের সময় অনেক কাজ থাকতো, দিনরাত কাজ করে দম নেয়ার সময় পেতাম না। এবার দল অল্প কয়েকটা, তাই পোস্টারের অর্ডারও অন্যবারের চেয়ে অনেক কম। নির্বাচনের মৌসুমেও আশানুরূপ ব্যবসা নেই, তাই এভাবেই আক্ষেপ করছিলেন পুরান ঢাকার বাবুবাজারের প্রিন্টিং প্রেস ব্যবসায়ী শহিদুল ইসলাম। এবারের জাতীয় নির্বাচনে অন্যতম বিরোধী দল বিএনপি সহ একাধিক দল অংশগ্রহণ না করায় ছাপাখানাগুলোর কাজের চাহিদা কমে গেছে বলে দাবি করছেন তার মত অনেক প্রিন্টিং প্রেস ব্যবসায়ী। নির্বাচনের প্রচারণাকে ঘিরে সবসময়ই প্রার্থীদের পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুন, লিফলেট ছাপার কাজ হয়ে থাকে ছাপাখানাগুলোয়। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ছাপা হয় প্রার্থীদের পোস্টার। গত ২৭ বছর ধরে ছাপাখানার ব্যবসার সাথে জড়িত শহিদুল ইসলাম বলছিলেন অন্যান্যবার নির্বাচনের আগে পোস্টার ছাপানো নিয়ে ছাপাখানাগুলোর নিজেদের মধ্যে একরকম প্রতিযোগিতা হত, কিন্তু এবার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। আগে দেখা যেত একই প্রার্থীর পোস্টার ছাপাত একাধিক ছাপাখানা, নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হত যে কে কত বেশি কাজের অর্ডার নিয়ে আসতে পারবো। প্রায় সব প্রেসেই পোস্টারের কাজ হত। এবার হাতে গোনা কয়েকটা প্রেসে পোস্টারের কাজ হচ্ছে। বাবুবাজার এলাকার কয়েকটি ছাপাখানার মালিকের সাথে কথা বলে একই রকম ধারণা পাওয়া গেল। অধিকাংশ ছাপাখানার মালিকই বলছিলেন যে আগের নির্বাচনের তুলনায় এবার পোস্টার, ব্যানার ছাপানোর হার অনেক কম। ব্যবসার পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে মাইক ও সাউন্ড সিস্টেম ব্যবসায়ীদের কণ্ঠেও হতাশা ফুটে ওঠে। নির্বাচনের সময় প্রচারণার কাজে ব্যবহার হয় বলে এই পণ্যটিরও এ সময়ে সাধারণত ব্যাপক চাহিদা থাকে। তাদের ভাষ্য, আগের জাতীয় নির্বাচনের তুলনায় এবার মাইক ও সাউন্ড সিস্টেমের চাহিদাও অনেক কম। নরসিংদীর মাইক ও সাউন্ড সিস্টেম ব্যবসায়ী জামাল হোসেন নির্বাচনের আগে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করে পুরনো মাইক ঠিক করেন আর নতুন মাইক কিনেছেন। তার আশা ছিল নির্বাচনের প্রচারণার কাজে ভাড়া দিয়ে এক লাখ টাকার বেশি আয় করতে পারবেন তিনি। কিন্তু প্রচারণা শুরুর পর নয়দিন হয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত তিন দিন চার সেট মাইক ভাড়া দিতে পেরেছেন তিনি। এমন পরিস্থিতি চলতে থাকলে মূলধনের টাকা উঠে আসবে কিনা, তা নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেন তিনি। জামাল হোসেন বলছিলেন, প্রচারণার অর্ধেক শেষ। এখনও অর্ধেক মূলধনই ওঠে নাই। জাতীয় নির্বাচনের আগে সবসময়ই মাইক ও সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবসায়ীরা নতুন যন্ত্রপাতি কিনে থাকেন। সারা বছর ব্যবসা ভালো না থাকলেও নির্বাচনের মৌসুমে তা পুষিয়ে নেয়ার চিন্তা থেকেই এই বিনিয়োগ করেন তারা। কিন্তু এবার নতুন যন্ত্রপাতি কেনা তো দূরের কথা, ব্যবসায়ীদের পুরনো যন্ত্রপাতিই অব্যবহৃত থেকে যাচ্ছে বলে বলছিলেন সিলেট জেলার মাইক ও সাউন্ড সিস্টেম মালিক কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক নাজিকুল ইসলাম ভুইঞা। জাতীয় নির্বাচনে সব ব্যবসায়ীর হাতেই বিপুল পরিমাণ কাজ থাকে বলে বাইরে থেকে মাইক ও সাউন্ড সিস্টেম ভাড়া করা সম্ভব হয় না। আগের জাতীয় নির্বাচনে আমাদের সমিতির অধীনে থাকা ছোট প্রতিষ্ঠানগুলো ৫০ হাজার থেকে দেড় লাখ ও বড় প্রতিষ্ঠানগুলো তিন থেকে পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত খরচ করে নতুন যন্ত্রপাতি কিনেছিল। হাতে যথেষ্ট কাজ থাকায় অধিকাংশই সেই টাকা উঠিয়ে নিতে পেরেছিল। এবারের নির্বাচনের প্রচারণার এক সপ্তাহের বেশি সময় পার হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও অনেক প্রতিষ্ঠানই কাজ ছাড়া অলস সময় পার করছে বলে বলছিলেন মি. ভুইঞা। ছাপাখানা ও সাউন্ড সিস্টেম ব্যবসায়ীরা বলছেন, সবগুলো রাজনৈতিক দল নির্বাচনে আসলে প্রার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব থাকতো এবং পোস্টার, মাইকের মত পণ্যের চাহিদাও তুলনামূলক বেশি থাকতো। অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যদিও মনে করছে সব দল না থাকায় তাদের আশানুরূপ ব্যবসা হচ্ছে না, সব ব্যবসায়ী সংগঠন কিন্তু তাদের এই যুক্তি মানছেন না। যেমন ছাপাখানাগুলোর সংগঠন বাংলাদেশ মুদ্রণ শিল্প সমিতির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ রব্বানি জব্বারের মতে ছাপাখানায় কাজ কমে যাওয়ার পেছনে সব রাজনৈতিক দলের অংশ না নেয়ার সরাসরি সম্পর্ক নেই। তিনি বলছিলেন সব দল অংশ না নিলেও অনেক আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচনের সম্ভাবনা আছে। যার ফলে প্রার্থীরাও পোস্টার ছাপাতে কার্পণ্য করেননি। আগের নির্বাচনের তুলনায় কিছু পোস্টার কম ছাপা হলেও সেই সংখ্যাটা বেশি না বলে মনে করেন তিনি। তিনি অনুমান করছিলেন সব দল অংশ না নেয়ায় আগের বারের চেয়ে সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ পোস্টার কম ছাপা হতে পারে। ছাপাখানা গুলোয় কাজের চাহিদা কমে যাওয়ার বেশ কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেন তিনি। মুদ্রণ প্রযুক্তির পরিবর্তন, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি, আবহাওয়া সহ বেশ কিছু বিষয়ের কারণে ছাপাখানা গুলোয় কাজ কমেছে বলে বলছিলেন তিনি। কয়েক বছর আগেও কিন্তু সারা দেশে এত প্রিন্টিং প্রেস ছিল না। এখন জেলায় তো বটেই, অনেক উপজেলাতেও আধুনিক প্রেস রয়েছে। তাই একসময় যেমন সব ছাপার কাজ ঢাকায় আসতো, এখন কিন্তু তেমনটা হয় না। কাজের পরিমাণে খুব বেশি পার্থক্য হয়নি, কিন্তু কাজটা অনেক ছাপাখানার মধ্যে ভাগ হয়ে পড়ায় কাজের চাপ কমেছে, বলছিলেন মি. জব্বার। পাশাপাশি ডিজিটাল প্রিন্টিংয়ের প্রসারের ফলে পুরনো প্রযুক্তি নির্ভর প্রেসগুলোর কাজও কমেছে। আধুনিক মেশিনে ঘণ্টায় আটদশ হাজার পোস্টার পিন্ট করা যায়। পুরনো প্রেসের তুলনায় এতে সময় অনেক কম লাগে। তাই খরচ কিছুটা বেশি হলেও অনেকেই এখন ডিজিটাল মেশিনে প্রিন্ট করেন, বলছিলেন মি. রাব্বানি। নির্বাচন কমিশনের বিধান অনুযায়ী একজন প্রার্থী প্রচারণার কাজে সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকা খরচ করতে পারবেন। তাই গত নির্বাচনের তুলনায় কাগজ ও কালির দাম বেড়ে যাওয়ায় প্রার্থীরা এবার কিছুটা কম পোস্টার ছাপাচ্ছে বলে ধারণা প্রকাশ করেন মি. জব্বার। মুদ্রণ শিল্প সমিতির হিসেব অনুযায়ী একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পোস্টার, ব্যানার, লিফলেট, ফেস্টুন সহ বিভিন্ন জিনিস ছাপার পেছনে মোট ৭০ থেকে ৮০ কোটি টাকা খরচ হয়েছিল। মি. জব্বারের অনুমান অনুযায়ী, এবারের নির্বাচনে পোস্টার ছাপা ১০ ভাগ কম হলেও আগের নির্বাচনের তুলনায় এবার ছাপার কাজ বাবদ ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ বেশি অর্থ খরচ হবে।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
শনিবার
8
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
30:12:2023

উত্তাল সময়ে যেভাবে ২০১৪ সালের ৫ই জানুয়ারি একতরফা নির্বাচন হয়েছিল

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের ইতিহাসে একতরফা নির্বাচনের যেসব নজির রয়েছে তার মধ্যে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অন্যতম। সে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০১৪ সালের ৫ই জানুয়ারি। অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক বিএনপি এবং তাদের রাজনৈতিক মিত্র জামায়াতে ইসলামী সে নির্বাচন বয়কটের প্রেক্ষাপটে অর্ধেকের বেশি আসনে ভোট গ্রহণের প্রয়োজন হয়নি। জাতীয় সংসদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ১৫৪ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছিল। নির্বাচনের দিন ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৪৬টি আসনে। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর উচ্চ আদালতের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে সংবিধান থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি বাতিল করা হয়। আদালতের রায়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে অসাংবিধানিক হিসেবে বর্ণনা করে হয়েছে। যদিও সেটি নিয়ে সমালোচনা ও বিতর্ক আছে। অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপি মনে করে 'আদালতের রায়কে ব্যবহার করে' ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করেছে।

সপ্তাহান্তের ছুটিতে আসুন ঝাড়খণ্ডে, পাহাড় জঙ্গল ঝরনা সব পাবেন...

ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি ঝাড়খণ্ড ঘোরার সেরা সময়। একটা সময় ছিল যখন মধ্যবিত্ত বাঙালি হাওয়া বদলের জন্য পশ্চিমে বেড়াতে যেত।ঝাড়খণ্ডের আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর এবং অপূর্ব সুন্দর স্থান হাজারিবাগ। রাঁচি থেকে ট্রেনে এবং সড়কপথে হাজারিবাগ পৌঁছানো যায়।

রাঁচি ঃ নতুন ট্যাটু? এটা আবার কী ডিজাইন করিয়েছিস, এরকম ডিজাইন তো আগে দেখিনি? কোন্ ট্যাটু পার্লার রে? ইভানার কাঁধ দেখে বন্ধুরা প্রশ্ন করল। চোখ টিপে হেসে সে বলল, 'ট্যাটু নয় বন্ধু, এটা উল্কি। কোনও পার্লারে করিনি, আদিবাসীরা করে দিয়েছে'।

আদিবাসীরা? সবাই তো অবাক। ইভানা আবার কালোজাদু শিখছে নাকি? সিনেমা কিংবা ওয়েব সিরিজে তো এরকম হামেশাই দেখা যায়। ভূতের গল্পের বইতেও পড়েছে। সন্দেহের কথাটা ইভানার কাছে পাড়তে সে তো হেসে খুন। 'আরে না না। কদিন আগে ঝাড়খণ্ডে বেড়াতে গেছিলাম না সেখানেই আদিবাসীদের গ্রামে গিয়ে এই উল্কিটা করেছি। এগুলিতেই পশ্চিমের দেশগুলোতে ট্যাটু বলে চালায়। আমাদের দেশে আদিবাসীদের মধ্যে এই উল্কির ব্যবহার যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। আর এই যে ছবিটা, সেটা হল সোহরাই আর্ট। ঝাড়খণ্ডের খুব সাবেকি এবং জনপ্রিয় শিল্পকলা। ঝাড়খণ্ডে যখন নতুন ধান ওঠে অর্থাৎ ওদের নবান্নের সময় দেওয়ালে এই ধরনের ছবি আঁকা হয়। এই পরবের নাম সোহরাই। আর এই ধরনের ছবিকে সোহরাই শিল্পকলা বলে'।

ইভানার মুখে এসব কথা শুনে অনেকেই অবাক হল। ঝাড়খণ্ডে আবার বেড়ানোর জায়গা আছে নাকি? সেখানে আবার শিল্পকলাও আছে? জানা ছিল না তো?

আসলে বাংলার প্রতিবেশী রাজ্য ঝাড়খণ্ড যে অপূর্ব সুন্দর একটি পর্যটন স্থল তা অনেকেই জানেন না। পাহাড়, জঙ্গল, নদী, জলপ্রপাতে সুসজ্জিত এই রাজ্যকে প্রকৃতি মনের মতো করে সাজিয়েছে। লোকজন কম যান বলে নিরিবিলিতে ভালোভাবে ঘোরা যায়। বেড়ানোর খরচও বেশ কম। এই রাজ্যের আদিবাসীদের জীবনযাত্রাও বেশ আকর্ষণ করবে অ্যাডভেঞ্চার প্রেমীদের। আর আরণ্যক জীবনের কটা দিনের স্মৃতি জায়গা করে নেবে নিজের পর্যটন মানচিত্রের তালিকায়।

- ঝাড়খণ্ড মূলত খনি অঞ্চল।
- ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি ঝাড়খণ্ড ঘোরার সেরা সময়।
- এই রাজ্যে অনেক প্রজাতির আদিবাসীদের বাস, সাঁওতাল, কোল, ভিল, মুণ্ডা, নাগপুরী ইত্যাদি।
- আদিবাসীদের এখানকার ঝুমুর নাচ, ডোমকাচ, লাহসুয়া, ঝুমতা, ফগুয়া, ছৌ, মুণ্ডারি, সাঁওতালি নাচ বিখ্যাত।
- বাঙালিদের মতোই ডাল, ভাত, তরকারি, চাটনি এখানে পাবেন। তবে স্বাদ পুরোপুরি বাংলার মতো নয়। ঝাড়খণ্ডের আদিবাসীদের নিজস্ব সাবেকি স্বাদ আছে সেখানে। এছাড়াও চিকরা রুটি, মালপোয়া, পিঠে, ধুসকা, আরসা রুটি, দুর্ঘৌরি এবং ফুচকা এখানকার স্পেশাল খাবার
- এই রাজ্যের মহুয়ার খ্যাতি দেশজোড়া।
- করম, সোহরাই, ফাগুয়া ইত্যাদি এখানকার উল্লেখযোগ্য পরব।
- ঝাড়খণ্ড গেলে আদিবাসীদের গ্রামে গিয়ে তাঁদের আঁকা সোহরাই ছবি, গয়না ইত্যাদি কিনতে পারেন। গায়ে আঁকতে পারেন উল্কি। তবে উল্কি করার সময় সূঁচের পরিচ্ছন্নতার দিকে খেয়াল রাখবেন।
- ঝাড়খণ্ডে গিয়ে গাড়ি ভাড়া করে ঘুরতে পারেন। এখানকার হোটেলগুলি তুলনামূলক সস্তা। যদিও অতিরিক্ত বিলাসবহুল কিছু আশা করবেন না।

ঝাড়খণ্ড ভ্রমণ ঃ রাঁচি

ঝাড়খণ্ডের সবচেয়ে জনপ্রিয় স্থান হল রাজধানী রাঁচি। রুক্ষ অথচ নির্মল সৌন্দর্য্যের অসাধারণ মেলবন্ধন এই ছোট্টো শহরটি। রাজ্যের যাবতীয় আধুনিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য রয়েছে এখানে। আবার সমতলভূমি, মালভূমি ও পার্বত্য ভূমির সমন্বয় এই শহর। রাঁচি পাহাড়ের চূড়া থেকে গোটা শহর দেখতে অসাধারণ লাগে। রাঁচির শিব মন্দিরটি ধর্ম বিশ্বাসীদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র স্থান। শ্রাবণ মাসে এই মন্দিরে ভক্তদের সমাগম বাড়ে। শহরে রয়েছে একটি কৃত্রিম হ্রদ। এর নাম কাঁকে হ্রদ। এই হ্রদে নৌবিহারের সুবিধে রয়েছে। এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও অসাধারণ।

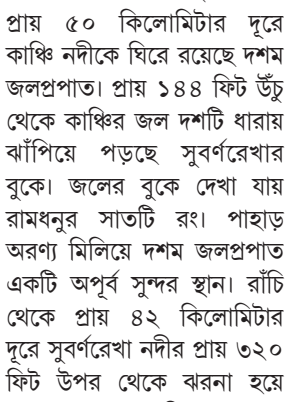

এই জলাধারের পাশেই উঁচু পাথুরে টিলার উপর সাজানো রয়েছে 'রক গার্ডেন'। ১৯০৮ সালে রাঁচিতে বেড়াতে এসেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। শহরের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে 'মোরাবাদী হিল'-এর উপর তিনি এক বাড়ি তৈরি করেছিলেন। তারপর থেকেই সেই পাহাড়ের নাম হয়ে যায় 'টেগোর হিল'। রয়েছে বিরসা মুণ্ডা চিড়িয়াখানা। রাঁচি শহরের বাইরে আছে তিনটি জলপ্রপাত। দশম, হুড্রু এবং জোনহা জলপ্রপাত। রাঁচি শহর থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে কাঞ্চি নদীকে ঘিরে রয়েছে দশম জলপ্রপাত। প্রায় ১৪৪ ফিট উঁচু থেকে কাঞ্চির জল দশটি ধারায় ঝাঁপিয়ে পড়ছে সুবর্ণরেখার বুকে। জলের বুকে দেখা যায় রামধনুর সাতটি রং। পাহাড় অরণ্য মিলিয়ে দশম জলপ্রপাত একটি অপূর্ব সুন্দর স্থান। রাঁচি থেকে প্রায় ৪২ কিলোমিটার দূরে সুবর্ণরেখা নদীর প্রায় ৩২০ ফিট উপর থেকে ঝরনা হয়ে নেমে এসেছে বিখ্যাত হুড্রু জলপ্রপাত। ঘোরানো পাথরের সিঁড়ি দিয়ে নদীতে নামা যায়। এখানে যাওয়ার পথে পড়ে বেতলসুদ বাঁধ। বাঁধের ধারে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত অপূর্ব সুন্দর। রাঁচি শহর থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত জোনহা জলপ্রপাত। যদিও এটি গৌতম ধারা নামে বেশি পরিচিত। গৌতম বুদ্ধের নাম অনুসারেই এই জলপ্রপাতের নাম দেওয়া হয়েছে। পাথুরে সিঁড়ি ভেঙে জলের কাছে যাওয়া যায়।

দেওঘর

একটা সময় ছিল যখন মধ্যবিত্ত বাঙালি হাওয়া বদলের জন্য পশ্চিমে বেড়াতে যেত। আর পশ্চিম মানেই দেওঘর এবং মধুপুর। অনেক ধনী বাঙালি সেখানে বাড়ি তৈরি করে রেখেছিলেন ছুটি ছাটায় সময় কাটানোর উদ্দেশ্যে। ঝাড়খণ্ডের স্বাস্থ্যকর জায়গাগুলির মধ্যে অন্যতম দেওঘর অতিতে এই স্থানকে দেবতাদের বাসস্থান বলা হত। সেই অনুযায়ীই এই স্থানের নাম হয়েছে দেবতার ঘর বা দেওঘর। বৈদ্যনাথ ধাম বা বাবা ধাম এবং সৎসঙ্গ আশ্রম এখানকার সবচেয়ে জনপ্রিয় দর্শনীয় স্থান। ৭২ ফিট উঁচু মন্দিরে দেবতা শিব লিঙ্গটি এখানে বৈদ্যনাথ নামে খ্যাত। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম এই মন্দিরটি এক গুরুত্বপূর্ণ হিন্দু তীর্থস্থান। ১৫৯৬ সালে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করে রাজা পূরণমল। ৫১ পীঠের এক পীঠ এই বৈদ্যনাথ ধাম, ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী সতীর হৃদপিণ্ডটি এখানে পড়েছিল। সারা ভারত থেকে তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে দেওঘরে আসেন পর্যটক এবং স্বাস্থ্যান্বেষীরা। স্টেশন রোড থেকে একটু দূরেই ক্লক টাওয়ার। দেওঘরের প্রাণকেন্দ্র ক্লক টাওয়ারকে ঘিরে জমে উঠেছে বাজারহাট। ক্লক টাওয়ার থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত তপোবন। এ ছাড়াও এখানে রয়েছে নওলাখি মন্দির, বীর হনুমানের মূর্তি, কুণ্ডেশ্বরী নবগ্রহ মন্দির। শোনা যায় এখানে ঋষি বাল্মিকী এসেছিলেন। রামায়ণের সীতা এখানকার কুণ্ডে স্নান করেছিলেন বলেই সীতাকুণ্ডটি বিখ্যাত। দেওঘরে রয়েছে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম। দেওঘর থেকে মাত্র ২০ কিলোমিটার দূরে রয়েছে ত্রিকূট পাহাড়। এই পাহাড়ে ট্রেকিং করা যায়, পাহাড় চূড়ায় রয়েছে রোপওয়ে। পাহাড় এবং জঙ্গলের মিশ্রণ দেখতে এখানে ভিড় জমান অনেকে। জঙ্গলে রয়েছে নানা পশুপাখি। ক্লক টাওয়ারের কাছেই অবস্থিত নন্দন পাহাড়। এর চূড়ায় রয়েছে একটি বিনোদন পার্ক। এ ছাড়াও এখানে আছে অনুকূলচন্দ্রের আশ্রম সৎসঙ্গ নগর। এখানে ভক্তেরা আসেন দিনভর।

নেতারহাট

পালামৌর পাহাড়ি অঞ্চলের নেতারহাটকে বলা হয় ছোটোনাগপুরের রানি। এখানকার সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত দেখার মতো। রাজধানী রাঁচি থেকে এর দূরত্ব প্রায় দেড়শো কিলোমিটার। ঝাড়খণ্ডে ছুটি কাটানোর সময় অন্তত একটা দিন নেতারহাটে না কাটানো দরকার। আবার চাইলে দিন দুয়েকও থাকা যায় এখানে। এখান দশ কিলোমিটার মতো নীচে নামলেই ম্যাগনোলিয়া পয়েন্ট। পাহাড়ের বাঁকে রয়েছে কোয়েল নদী, নেতারহাট বাঁধ। অদূরেই রয়েছে আপার ঘাঘরি জলপ্রপাত। নেতারহাট থেকে ট্রেক করে লোয়ার ঘাঘরিতে যাওয়া যায়। পাহাড়ি এই ঝরনাটি নেমে এসেছে প্রায় ৩২০ ফিট উঁচু থেকে। নেতারহাটের কাছেই অবস্থিত অঞ্জন গ্রাম। ধর্মীয় বিশ্বাস, এই গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন রামায়ণের বীর হনুমান। নেতারহাট থেকে প্রায় ৬১ কিলোমিটার দূরের জঙ্গল রয়েছে প্রায় ৪৬৮ ফিট উঁচু লোধ জলপ্রপাত। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পালামৌ'এর পথে' এবং বুদ্ধদেব গুহর 'কোয়েলের কাছে' উপন্যাস দুটি এই স্থানকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হয়েছিল। এই স্থানটিও খুব নিরিবিলি।

হাজারিবাগ

ঝাড়খণ্ডের আরেকটি স্বাস্থ্যকর এবং অপূর্ব সুন্দর স্থান হাজারিবাগ। রাঁচি থেকে ট্রেনে এবং সড়কপথে হাজারিবাগ পৌঁছানো যায়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, মনোরম জলবায়ু এবং নির্জনতাই এখানকার সম্পদ। হাজারিবাগ জাতীয় উদ্যানটি খুব সুন্দর। যদিও এটি শহরের বাইরে অবস্থিত। এখানে আছে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ এবং প্রাণী। এখানে প্রায় দশটি অবজার্ভেশন টাওয়ার রয়েছে। নদীবাঁধ দিয়ে তৈরি হয়েছে অপূর্ব সুন্দর জলাশয়। শহরের কাছেই অবস্থিত নজরমিনার। সেখান থেকে জাতীয় উদ্যান দেখার আনন্দই আলাদা। শহরের মধ্যে রয়েছে হাজারিবাগ হ্রদ। শান্ত এই স্থানে অনেকটা সময় কাটানো যায়। করা যায় নৌকাবিহারও। হ্রদের কাছে রয়েছে স্বর্ণজয়ন্তী উদ্যান। হাজারিবাগের থেকে মাত্র চার কিলোমিটার দূরে অবস্থিত কানহেরি পাহাড়। রাঁচি হাজারিবাগ রোডের মাঝামাঝি রামগড় থেকে ৩২ কিলোমিটার দূরে রয়েছে রাজারাপ্পা জলপ্রপাত এবং ছিন্নমস্তার মন্দির। সতীর ৫১ পীঠের অন্যতম এই স্থানে ছিন্নমস্তা রূপে পূজিত হন দেবী। মন্দিরটি ভৈরবী নদী এবং দামোদরের সঙ্গমে একটি টিলার উপর অবস্থিত।

ইসরায়েলি সেনারা ঢুকে পড়ায় গাজার কেন্দ্রস্থল ছাড়ছে ফিলিস্তিনিরা

গাজা (এজেন্সী)ঃ জাতিসংঘ বলছে গাজার কেন্দ্রস্থলে শরণার্থী শিবিরগুলোতে ইসরায়েলি সেনারা ঢুকে পড়ার কারণে ওই এলাকা ছেড়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে প্রায় দেড় লাখ ফিলিস্তিনি। প্রত্যক্ষদর্শী এবং হামাসের সশস্ত্র শাখা জানিয়েছে, বুরেইজ শরণার্থী শিবিরের পূর্বাঞ্চলের দিকে চলে এসেছে ইসরায়েলি ট্যাংক। ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী সম্প্রতি তাদের স্থল অভিযান সম্প্রসারিত করেছে মূলত বুরেইজ এবং পার্শ্ববর্তী নুসেইরাত ও মাঘাজি শরণার্থী শিবিরকে টার্গেট করে। হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার ইসরায়েলি বোমা হামলায় গাজা

জুড়ে বেশ কিছু মানুষ নিহত হয়েছে।

গত সাতই অক্টোবর ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলে হামাসের বন্দুকধারী সদস্যদের একটি আন্তঃসীমান্ত হামলার জের ধরে এই যুদ্ধ শুরু হয়। ওই হামলায় ১২০০ জন নিহত হয় যাদের বেশিরভাগই বেসামরিক নাগরিক ছিলেন। এছাড়া আরো ২৪০ জনকে জিম্মি করা হয়েছিল। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাবে গত ১১ সপ্তাহের যুদ্ধে গাজায় ২১ হাজার ৩০০ মানুষ নিহত হয়েছে যাদের বেশিরভাগ নারী ও শিশু। ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী উপত্যকার একটি বিস্তৃত এলাকা খালি করার ঘোষণা দিয়েছে। এই এলাকার মধ্যে গাজার কেন্দ্রস্থলে থাকা বুরেইজ ও নুসেইরাত শরণার্থী শিবির রয়েছে। এই এলাকার প্রায় ৯০ হাজার বাসিন্দা এবং ৬১ হাজার গৃহহীন বাসিন্দাদেরকে দক্ষিণাঞ্চলের দেইর আল বালাহ শহরের দিতে যেতে বলা হয়েছে। এদিকে, বৃহস্পতিবার জাতিসংঘ হুশিয়ার করে বলেছে যে, তাদের আসলে কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই কারণ দেইর আল বালাহ এরইমধ্যে কানায় কানায় পূর্ণ। হাজার হাজার বাস্তুচ্যুত মানুষ সেখানে আশ্রয় নিয়েছে। ৬০ বছর বয়সী ওমার বলেন, তিনি তার পরিবারের আরো কমপক্ষে ৩৫ জন সদস্যদের সাথে বুরেইজ শিবির থেক পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন। বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে তিনি ফোনে বলেন, সেই সময় চলে এসেছে, আমার মনে হয়েছিল এটা কখনোই হবে না, কিন্তু মনে হচ্ছে বাস্তুচ্যুত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এই নৃশংস ইসরায়েলি যুদ্ধের কারণে আমরা এখন দেইর আল বালাহতে একটি তাবুতে বসবাস করছি। জাতিসংঘের ত্রাণ সংস্থা ইউএনআরডাব্লিউএ এর গাজা বিষয়ক পরিচালক টম হোয়াইট বলেন, আরো বেশি মানুষকে গাজার দক্ষিণাঞ্চলে রাফা শহরের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। তার মানে খুবই ছোট একটি উপত্যকায় আরো বেশি মানুষ আসছে যাদেরকে ধারণ করার ক্ষমতা এর নেই। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানায়, রাফায় একটি ভবনে ইসরায়েলি বাহিনীর বিমান হামলায় ২০ জন নিহত হয়েছে। ওই ভবনটিতে বাস্তুচ্যুত বাসিন্দারা আশ্রয় নিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার সকালে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ঘোষণা করেন যে, মাঘাজি শহরে ইসরায়েলি বিমান হামলায় কমপক্ষে ৫০ জন নিহত হয়েছে। এই শহরটি বেইত লাহিয়া থেকে উত্তরাঞ্চলে এবং খান ইউনিস থেকে দক্ষিণে অবস্থিত। সবচেয়ে মারাত্মক ঘটনা ঘটেছে বেইত লাহিয়ায়। ফিলিস্তিনি মিডিয়া বলছে, সেখানে চারটি আবাসিক ভবন ধ্বংস করার সময় অন্তত ৩০ জন মারা গেছে। স্থানীয় টেলিভিশন সাংবাদিক বাসেল খেইর আল দিন বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েড প্রেসকে বলেছে, তার পরিবারের ১২ জন সদস্য এদের মধ্যে একটি ভবনের ধ্বংস্তুপের নিচে আটকে পড়েছে এবং তারা সবাই মারা গেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এছাড়া তাদের আরো ৯ জন প্রতিবেশীও নিখোঁজ রয়েছে।

ফিলিস্তিনি রেড ক্রিসেন্ট বলেছে, খান ইউনিসের আল০আমাল হাসপাতালের কাছে একটি আবাসিক ভবনে ইসরায়েলি গোলার আঘাতে অন্তত ১০ নিহত হয়। এর আগের দিন একই ধরণের আরেকটি ঘটনা এই হাসপাতালের সামনে ঘটে এবং এতে প্রায় ৩১ জন মারা যায়। ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধান মুখপাত্র রিয়ার অ্যাডমিরাল ড্যানিয়েল হাগারি বুধবার সাংবাদিকদের বলেন, শহরটি হামাসের সন্ত্রাসী কার্যক্রমের একটি প্রধান কেন্দ্র। তিনি বলেন, তৃতীয় দিনের মতো বুরেইজ এলাকায় যুদ্ধ করছে ইসরায়েলি সেনারা। তিনি আরো বলেন, তারা অনেক সন্ত্রাসী ও সন্ত্রাসের কাজে ব্যবহৃত অবকাঠামো ধ্বংস করছে। বাসিন্দারা বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেছে, বৃহস্পতিবারও তীব্র যুদ্ধ চলছে। ইসরায়েলি ট্যাংকগুলো ঘনবসতিপূর্ণ বুরেইজ শিবিরে উত্তর ও পূর্ব দিক থেকে ঢুকছে। হামাস একটি ভিডিও পোস্ট করেছে যেখানে বলা হচ্ছে যে, হামাস যোদ্ধারা ইসরায়েলি সেনা এবং যানকে টার্গেট করছে। অন্যদিকে আইডিএফ বলেছে, রোববার মাঘাজিতে বিমান হামলার সময় বেসামরিক নাগরিকদের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার জন্য তারা অনুতপ্ত। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাবে ওই হামলায় অন্তত ৭০ জন নিহত হয়েছিল। এক বিবৃতিতে বলা হয়, যুদ্ধবিমানগুলো দুটি টার্গেটকে লক্ষ্য করে আঘাত হেনেছিল যেগুলোর পাশেই হামাসের যোদ্ধারা অবস্থান নিয়েছিল। ইসরায়েলে হাজার হাজার কিশোর কিশোরী একটি বিক্ষোভে অংশ নেয় যেখানে এখনো হামাস ও গাজার অন্য সশস্ত্র গোষ্ঠীর হাতে বন্দী শতাধিক জিম্মিকে ফিরিয়ে আনতে নতুন পদক্ষেপ নেয়ার দাবি জানায়। এদের মধ্যে অনেকেই গত সাতই অক্টোবরের হামলার ঘটনায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের সদস্য। আমি কিবুৎজ কাফার আজা থেকে এসেছি, বিবিসিকে বলেন শিরি খিয়ালি। সাতই অক্টোবরের দিন আমি সেখানে ছিলাম। আমার মানুষদেরকে অপহরণ করা হয়েছে। আমরা তাদের ফেরত চাই। আমরা তাদেরকে এখনই ফেরত চাই। নতুন আরেকটি চুক্তির বিষয়ে সমঝোতা আলোচনা চলছে। এই চুক্তির আওতায় একটি সাময়িক যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে যাতে আরো জিম্মিকে উদ্ধার করা যায়।গত মাসে এ ধরণের একটি চুক্তির মাধ্যমে ১০৫ জন জিম্মিকে উদ্ধার করা হয়েছিল।